ইস্‌কন
শিষ্যসমূহের পাঠ্যক্রম

শিক্ষার্থীদের সহায়িকা

প্রথম সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১২

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

সুস্বাগতম!

ইসকন শিষ্যসমূহের পাঠ্যক্রমে আপনাদেরকে স্বাগতম। এই বইটি আপনাদের পাঠ্যক্রমের সহায়িকা যা আপনারা এই পুরো কোর্সের সময়টিতে ব্যবহার করবেন এবং আমরা আশা করছি যে আপনাদের পুরো ভক্তিজীবনে প্রাসঙ্গিকপূর্ণ একটি গ্রন্থ হিসেবেও ব্যবহার করার জন্য এটিকে রাখবেন। তাই এই সহায়িকাটির প্রতি যত্নবান হবেন। বিভিন্ন ধরণের আকর্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনারা যখন অধ্যয়ন করবেন তখন অনেক বেশি করে নোট করুন।

এই ইসকন শিষ্যসমূহের পাঠ্যক্রম একটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যার দ্বারা ইসকনের বহুবিধ গুরুবর্গের পরিবেশে গুরুতত্ত্ব ও গুরু-পদাশ্রয়ের উপলব্ধিটি আপনাদের মাঝে গভীরভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। যেসব নবীন ভক্ত ইসকনে দীক্ষা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের জন্য এই পাঠ্যক্রমটি সাজানো হলেও ইসকনের নেতৃবৃন্দ, প্রচারকবৃন্দ, পরামর্শদাতাগণ এবং শিক্ষকদের জন্যেও এটি বাঞ্ছনীয়।

ইসকন গুরুবর্গ সেবা কমিটির তত্ত্বধানে ও নির্দেশনায় ইসকনের বিশিষ্ঠ শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা দু'বছরের একটি সময়সীমার মধ্যে এই পাঠ্যক্রমটি গড়ে তোলা হয়েছে।

এই পাঠ্যক্রমটির মূল ভিত্তি হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও বর্তমান নিয়মাবলী, এবং এছাড়া বৃহত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার শিক্ষা থেকেও ভিত্তিমূলক উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে।

শ্রীমৎ প্রহ্লাদানন্দ স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচৈতন্য স্বামী, শ্রীমান রবীন্দ্র স্বরূপ দাস, শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দাসী, শ্রীমান অতুল কৃষ্ণ দাস, শ্রীমতী গোপীকা রাধিকা দাসী, শ্রীমতী আনন্দ বৃন্দাবন দাসী, শ্রীমতী তারকা দাসী, শ্রীমান ব্রজ বিহারী দাস, শ্রীমান মাধবানন্দ দাস, শ্রীমান হনুমান দাস সহ এই পাঠ্যক্রমটির উৎপত্তির পেছনে আরও অনেক যেসব ভক্তদের বিশাল অবদান রয়েছে তাঁদেরকে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর এই পাঠ্যক্রমটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করার জন্য মায়াপুর একাডেমীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

আমরা জিবিসি আন্তর্জাতিক দিকনির্দেশনা কমিটির সদস্যদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই যারা ইসকন গুরুবর্গ সেমিনারের উদ্ভাবন করেছিলেন, যেখান থেকে এই পাঠ্যক্রমটি তার প্রেরণা ও ভিত্তি খুঁজে পায়।উপরে উলে- খিত বিশিষ্ঠ সদস্যরা ছাড়াও এই কমিটিতে রয়েছেন শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী, শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, শ্রীমৎ রাধানাথ স্বামী, শ্রীমান গরুড় দাস এবং শ্রীমতী রুক্মিণী দাসী।

আপনাদের যেকোন প্রশ্ন বা অনুসন্ধানের জন্য নির্দিদ্বায় তত্তাবধানাধীন শিক্ষক বা নির্দেশকের সাথে কথা বলুন অথবা সরাসরি ইসকন গুরুবর্গ সেবা কমিটির সাথে যোগাযোগক করুন। এই মুহুর্তে এই পাঠ্যক্রমটিতে অংশ নেওয়ার জন্য এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আপনাদের অব্যাহত সেবার জন্য রইল শুভ কামনা।

এই পাঠ্যক্রমটি আপনাদের কাছে পৌছে দিতে যেসকল বৈষ্ণবগণ অবদান রেখেছে, তাঁদের সকলের পক্ষ থেকে,

আপনাদের দাস,
অনুত্তম দাস
মন্ত্রী, ইসকন যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সদস্য, ইসকন গুরুবর্গ সেবা কমিটি

ইসকন শিষ্যদের পাঠ্যক্রম সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় :	ভূমিকা, তত্ত্ব ও বর্ণনা
পাঠ- ১	স্বাগতম ও ভূমিকা
পাঠ- ২	গুরু-তত্ত্ব ও পরম্পরা
পাঠ- ৩	শ্রীল প্রভুপাদ - ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য
পাঠ- ৪	ইসকন গুরুবৃন্দ
দ্বিতীয় অধ্যায় :	গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা
পাঠ- ৫	গুরু-পদাশ্রয়
পাঠ- ৬	গুরু নির্বাচন
পাঠ- ৭	দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ
তৃতীয় অধ্যায় :	গুরু-সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদন করা
পাঠ- ৮	গুরু-পূজা
পাঠ- ৯	গুরু-সেবা
পাঠ- ১০	গুরু-বপু এবং বাণী-সেবা
পাঠ- ১১	গুরু-ত্যাগ
চতুর্থ অধ্যায় :	সহযোগীতার সহিত সম্বন্ধ পরিপূর্ণ ও দৃঢ়করণ
পাঠ- ১২	নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা
পাঠ- ১৩	ইসকনের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক
পাঠ- ১৪	পাঠ্যক্রম সারাংশ

পরিশিষ্ঠ
অতিরিক্ত উদ্ধৃতি
ইসকন দীক্ষা গুরু ও আচার্যবর্গের বাধ্যতামূলক যোগ্যতা
ইসকন দীক্ষা গুরু ও আচার্যবর্গের গুণগত সদাচার
ইসকনে দীক্ষার যোগ্যতা
পতীত গুরুকে পরিত্যাগ করা
পাঠ্যক্রমের বিস্তারিত লক্ষ্য (এবং উদ্দেশ্য *প্রয়োজনে*)
শ্রেণীকক্ষ নির্দেশিকা

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা, তত্ত্ব ও বর্ণনা

পাঠ - ১ **স্বাগতম ও ভূমিকা**

নীতি এবং মূল্যবোধ
পাঠ্যক্রমের বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহ
পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

পাঠ - ২ **গুরু-তত্ত্ব ও পরম্পরা**

গুরু-তত্ত্ব
গুরুর প্রকারভেদ
গুরু-পরম্পরা ধারার পদ্ধতি
মরণোত্তর হৃত্বিক তত্ত্বের খন্ডন

পাঠ - ৩ **শ্রীল প্রভুপাদ - ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য**

প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের কর্তব্য/কর্মভার
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/যোগ্য উত্তরসূরী, প্রভুপাদ
ভবিষ্যতের ইসকন

পাঠ - ৪ **ইসকন গুরুবৃন্দ**

ইসকন গুরুর আচরণ-ভঙ্গী
গুরুদেব এবং ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী
ইসকনের বাইরের গুরুবৃন্দ

পাঠ ১ স্বাগতম ও ভূমিকা

পাঠের বিষয়সমূহ

শ্রেণীকক্ষ নির্দেশিকা
নীতি ও মূল্যবোধ
পাঠ্যক্রমের বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহ
পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

শ্রেণীকক্ষে আচরণবিধি নির্দেশিকা

পাঠ্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার জন্য একটি সুন্দর এবং যথোচিত পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রদেরকে শ্রেণীকক্ষে আচরণবিধি নির্দেশিকা মানতে রাজি হতে হবে। (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ঠ ৬, পৃষ্ঠা ৭৪)

পাঠ্যক্রমের বৃহত্তর লক্ষ্যসমূহ

শ্রীল প্রভুপাদের সংঘ ও তাঁর সদস্যদের দীর্ঘমেয়াদী সমৃদ্ধি বর্ধিত করতে ইসকনের ভেতরে শিষ্যত্বের গুণগতমান উন্নয়ন করা।

এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমরা শিক্ষার্থীদেরকে সক্ষম করবো :

শ্রীল প্রভুপাদ ও বৃহত্তর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার ঐতিহ্যে নিহিত শিষ্যত্বের দীর্ঘকালস্থায়ী নীতিমালা বুঝতে ও ইসকনের মতো এক অনন্য পরিবেশে এই শিক্ষা প্রয়োগের মর্ম উপলব্ধি করতে।

এই নীতিমালা প্রয়োগ করে:
ক. তাঁদের গুরুবৃন্দ ও অন্যান্য জেষ্ঠ্য বৈষ্ণবদের সাথে আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ ও গঠনমূলক সম্বন্ধ গড়ে তুলতে
খ. এই সম্বন্ধের ভেতরে উপযুক্তভাবে আচরণ করতে

একজন শিষ্যের যথোচিত নীতি ও আচরণ গড়ে তুলতে

ব্যক্তিগত আচরণ ও উপদেশ উভয়ের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও প্রচারকে চিরস্থায়ী করতে সহযোগীতার সাথে পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর বিভিন্ন প্রতিনিধিদের সেবা করতে।

শিষ্যসমূহের পাঠ্যক্রমের লক্ষ্যসমূহ

একজন শিষ্য হিসেবে আমি নিজেকে কিভাবে আরও উন্নত করতে পারি?

পাঠ্যক্রমের নীতি ও মূল্যবোধ

১. প্রধানতম শিক্ষা-গুরুরূপে শ্রীল প্রভুপাদ

২. ইসকন ও পরম্পরার প্রতি আনুগত্য স্বীকার

৩. বহুবিধ কর্তৃপক্ষ ও জেষ্ঠ্য বৈষ্ণবগণের প্রতি শ্রদ্ধা

৪. সুবিবেচকের মত দীক্ষা গুরু নির্ধারণ

৫. গুরুদেবের আদেশের প্রতি শ্রদ্ধা

৬. প্রতিজ্ঞাসমূহের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য

৭. দৃষ্টান্তমূলক সাধনা, সদাচার ও সমানুপাতিক জীবনধারা

৮. অনুসন্ধিৎসু, বিনম্রতা ও সেবার মনোভাব

পাঠ্যক্রম মূল্যায়ন

আপনার পাঠ্যক্রম নির্দেশক নীম্নোল্লিখীত প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু প্রশ্ন বেছে দিবেন। আপনার উত্তর ৪০০-৬০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন।

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা, তত্ত্ব ও বর্ণনা

প্রশ্ন ১

গুরু-তত্ত্ব এবং পরম্পরা (প্রথম অধ্যায়, পাঠ ২)

বিভিন্ন শ্রেণীর গুরু এবং তাঁদের ভূমিকাগুলির ব্যাখা করুন। আমাদের কেন জীবিত গুরুদেবকে গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? হৃত্বিকবাদ দর্শনের খন্ডন করে কিছু যুক্তি দেখান। আপনার উত্তরে যথোচিত শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি তুলে ধরুন।

প্রশ্ন ২

ইসকনে গুরু-পদাশ্রয় (পাঠ ৩, ৫, ৮)

ইসকনে গুরু-পদাশ্রয় পদ্ধতিটি ব্যাখা করুন। শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে ইসকনের প্রধানতম শিক্ষা-গুরু এবং প্রতিষ্ঠাতা আচার্য হিসেবে কাজ করছেন?ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যেও ইসকনের প্রধানতম শিক্ষা-গুরু হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদের রয়ে যাওয়াটা কেন গুরুত্বপূর্ণ? আপনার উত্তরে ইসকনের বর্তমান আইন ও বিধিনিষেধ উলে- খ করে, শ্রীল প্রভুপাদ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গুরুবৃন্দদের উপযুক্ত গুরু-পূজার পদ্ধতির ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৩

ইস্কন গুরুবৃন্দ (প্রথম অধ্যায়, পাঠ ৪)

শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা ও ইসকনের বর্তমান কর্তৃপক্ষের কাঠামো অনুযায়ী একজন ইসকনের গুরুদেবের আচরণ কিরকম হওয়া উচিত তা বর্ণনা করুন। কেউ ইসকন থেকেই কেন দীক্ষাগুরু এবং শীক্ষাগুরু উভয়ই গ্রহণ করবেন? অন্যান্য গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত এবং অন্যান্য সংস্থার গুরুবৃন্দদের প্রতি একজন ইসকন শিষ্যের কিরকম যথোচিত আচরণ হওয়া উচিৎ তা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

প্রশ্ন ৪

গুরু-নির্ণয় ও দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ (পাঠ ৬)

আপনার মতে একজন শিষ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলীবা বৈশিষ্ট্যগুলি কি? দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহের গুরুত্ব ব্যাখা করুন। একজন গুরুদেবের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লিখুন। আপনার মতে একজন গুরুদেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্টগুলি কি? কারও গুরুদেব নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত পন্থা এবং কারণ আলোচনা করুন। যথোচিত শাস্ত্র ও বর্তমান ইসকন আইন সমূহ আপনার উত্তরে উলে- খ করুন।

তৃতীয় অধ্যায় : গুরু-সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদন করা

প্রশ্ন ৫

গুরু-সেবা (তৃতীয় অধ্যায়, পাঠ ৯)

গুরু-সেবা ও ইসকনের প্রচারের সেবার মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে? এই দুইয়ের মধ্যে একটি সমানুপাতিক পদ্ধতির গুরুত্ব বর্ণনা করুন। আপনার উত্তরে উদাহরণ দিন।

প্রশ্ন ৬

গুরু-বপু এবং বাণী সেবা (তৃতীয় অধ্যায়, পাঠ ১০)

গুরু বপু এবং গুরু বাণী সেবা কি? কোনটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন? গুরুদেবের কাছ থেকে উপদেশ ও পরামর্শ নেওয়ার ব্যাপারে কিছু উপযুক্ত ও অনুপযক্ত বিষয়ের উদাহরণ দিন। একজন শিষ্যের তাঁর গুরুভ্রাতা ও ভগ্নিদের প্রতি কিরকম আচরণ করা উচিৎ তা বর্ণনা করুন। আপনার উত্তরে যথোচিত শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি প্রদান করুন।

চতুর্থ অধ্যায় : সহযোগীতার সহিত সম্বন্ধ পরিপূর্ণ ও দৃঢ়করণ

প্রশ্ন ৭

নিজের গুরুদেবকে উপস্থাপন করা (চতুর্থ অধ্যায়পাঠ ১২ ওদ্বিতীয় অধ্যায়পাঠ ৫)

আপনার মতে একজন ইসকন শিষ্য তাঁর নিজের গুরুদেবকে জনসমক্ষে ও বৈষ্ণব সমাজের আভ্যন্তরে উপযুক্ত কি ধরণের মনোভাব ও সদাচার দ্বারা তুলে ধরবে, তা বর্ণনা করুন। ইসকন শিষ্যদের জন্য এই ক্ষেত্রে কেন একটি যথাযথ মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে শ্রীল প্রভুপাদকে জনসমক্ষে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ও প্রধানতম শিক্ষাগুরুরূপে প্রকাশ করার কেন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? যথোচিত শাস্ত্র ও বর্তমান ইসকন আইন সমূহ আপনার উত্তরে উলে- খ করুন।

প্রশ্ন ৮

ইসকনের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক (চতুর্থ অধ্যায়, পাঠ ১৩)

দীক্ষাগুরুর ভিত্তিতে একজন ইসকন শিষ্য বৈষম্য করার ক্ষেত্রে আপনার মতে কি কি অনুপযুক্ত মনোভাব ও আচরণ হয়, তা বর্ণনা করুন। ইসকন শিষ্যদের জন্য এই ক্ষেত্রে কেন একটি যথাযথ মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? সব ইসকন ভক্ত ও বৈষ্ণবদের সাথে সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখার জন্য বাস্তবসম্মত কিছু পন্থার বর্ণনা করুন।

পাঠ ২ গুরু-তত্ত্ব ও পরম্পরা

পাঠের বিষয়সমূহ

গুরু-তত্ত্ব
গুরুর প্রকারভেদ
গুরু-পরম্পরা ধারার পদ্ধতি
মরণোত্তর হৃত্বিক তত্ত্বের খন্ডন

গুরু-তত্ত্ব

আপনার নিজের ভাষায় গুরুদেবের পদ/অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখা করুন।

গুরু-তত্ত্ব

আধ্যাত্মিক গুরুদেব এবং কৃষ্ণ অভিন্ন

গুরু কৃষ্ণ-রূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে
গুরু-রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে

সমস্ত শাস্ত্রের প্রমাণ ও সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। গুরু-রূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কৃপাপূর্বক উদ্ধার করেন।

শ্রীগুরুদেবের সঙ্গে শিষ্যের সম্পর্ক ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের সাথে তার সম্পর্কের মত। শ্রীগুরুদেব সর্বদাই মনে করেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবানের এক অতি দীন সেবক, কিন্তু শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে সর্বদাই ভগবানের প্রতিনিধিরূপে দর্শন করা।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ১.৪

আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ
ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ

"আচার্যকে আমার থেকে অভিন্ন বলে মনে করা উচিৎ এবং কখনো কোনভাবে তাঁকে অশ্রদ্ধা করা উচিৎ নয়। তাঁকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিৎ নয়, কেননা সে সমস্ত দেবতার প্রতিনিধিস্বরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৭.২৭

যদি কেউ তার আধ্যাত্মিক গুরুদেবকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করে তাহলে তার সর্বনাশ অনিবার্য...

শ্রীগুরুদেবকে ভগবানের মতই শ্রদ্ধা করার উপদেশ করা হচ্ছে। সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ। সমস্ত শাস্ত্রে সেই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। "আচার্যম্ মাম্ বিজানীয়াৎ" (শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৭.২৭)। আচার্যকে ভগবানেরই সমান বলে মনে করা উচিৎ। এই সমস্ত উপদেশ সত্ত্বেও কেউ যদি শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে মনে করে, তাহলে তার সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতম ৭.১৫.২৬

যখন কেউ তাঁর কাজ নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেন, তখন তিনি নিজেও নিখুঁত...

একজন ডাকপিয়ন যদি আমাদেরকে ১০০ টাকা দিয়ে যায়, আমরা তো কখনও মনে করি না যে ডাকপিয়ন আমাদের ১০০ টাকা দিয়ে গেছেন। সেই টাকাটা হয়তো কোন বন্ধু পাঠিয়েছে আর ডাকপিয়ন সেই টাকাটা কোন যোগ-বিয়োগ না করে অক্ষত অবস্থায় আমার কাছে পৌছে দিচ্ছেন। এটাই ডাকপিয়নের দক্ষতা যে সে অক্ষত অবস্থায়, ঠিক যেমনটি আমার বন্ধুটি পাঠিয়েছিল, ঠিক তেমনই আমার বন্ধুর হয়ে আমার কাছে ১০০ টাকা পৌছে দিয়েছেন। এটাই তার সম্পূর্ণতা। একজন ডাকপিয়ন হিসেবে সে হয়তো অনেকভাবেই সম্পূর্ণ নন, তবে নিজের কাজটা যেহেতু উনি নিখুঁতভাবে করেন, তাই তিনি নিজেও নিখুঁত।

প্রভুপাদ ব্যাসপূজা তিথি, নব বৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭২

যে ব্যক্তিরা একটু কম গুণসম্পন্ন বা মুক্তপুরুষ হতে পারেননি..তাঁরাও গুরু হিসেবে কাজ করতে পারেন..

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উক্তিগুলো শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের মতই সঠিক কারণ তিনি একজন মুক্ত পুরুষ। সাধারণত শ্রীগুরুদেব ভগবানের এরকম নিত্য পার্ষদদের মাঝ থেকেই আসেন; আবার যারা এরকম মুক্ত পুরুষদের নীতি ও আদর্শ মেনে চলেন তারা ঠিক সেই আগের দলের ব্যক্তিত্বদের মতই যথার্থ। একজন মুক্তপুরুষ ও আচার্য, কোন ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে, কিন্তু এরকম অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা একটু কম গুণসম্পন্ন বা মুক্তপুরুষ নন, তবুও গুরুপরম্পরা ধারার পদ্ধতিকে কঠোরভাবে মেনে তাঁরা গুরু বা আচার্য হিসেবে কতর্ব্য পালন করতে পারেন।

জনার্দনের কাছে পত্র,নিউ ইয়র্ক, ২৬ এপ্রিল, ১৯৬৮

গুরুর প্রকারভেদ

দীক্ষা-গুরু (এক)

- দীক্ষা প্রদান করেন
- দীক্ষার মাধ্যমে পরম্পরার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেন
- আধ্যাত্মিক নামকরণ করেন
- মন্ত্র প্রদান করেন (গুরু-মন্ত্র)
- শিষ্যের দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাগুলি গ্রহণ করেন
- শিষ্যের সমস্ত পাপকর্মের ফল বিনষ্ট করেন (দীক্ষার সময়ে)

শিক্ষা-গুরু (অনেক)

- উপদেশ প্রদান করেন

"...শিক্ষাগুরু বহুসংখ্যক হতে পারেন..."

মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ।
তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন।।

মন্ত্রগুরু ও সমস্ত শিক্ষাগুরুর শ্রীপাদপদ্মে আমি সর্বপ্রথমে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

ভক্তকে কেবল একজন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করতে হয়, কারণ শাস্ত্রে একাধিক দীক্ষাগুরু গ্রহণ করতে সর্বদা নিষেধ করা হয়েছে। তবে শিক্ষাগুরু বহুসংখ্যক হতে পারেন। সাধারণত যে গুরুদেব শিষ্যকে পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিরন্তর উপদেশ প্রদান করে থাকেন, তিনিই পরবর্তীকালে তার দীক্ষাগুরু হন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ১.৩৫

শিক্ষা-গুরু-বৃন্দ কৃপা করিয় অপার
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার

কিন্তু আমি অগণিত শিক্ষাগুরুবৃন্দের অবদানকে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি কারণ তাঁরা কনিষ্ঠ অধিকারী ভক্তদেরকে সাধন-ভক্তির সমস্ত অপরিহার্য দিকগুলোতে প্রশিক্ষণ দিয়ে সীমাহীন বেশি কৃপা প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ্রী কল্যাণ-কল্পতরু, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
প্রথম পরিচ্ছেদ: উপদেশ, ভূমিকা: শিক্ষা ও দীক্ষাগুরু

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু সমপর্যায়ভুক্ত

যিনি প্রথমে মহামন্ত্র দীক্ষা দান করেন, তাঁকে বলা হয় দীক্ষাগুরু এবং যে সমস্ত মহাআরা কৃষ্ণভক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দাস করেন, তাঁদের বলা হয় শিক্ষাগুরু। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সমপর্যায়ভুক্ত এবং শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন প্রকাশ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে শিষ্যের সঙ্গে তাঁদের আচরণ ভিন্ন বলে মনে হতে পারে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি ১.৩৪

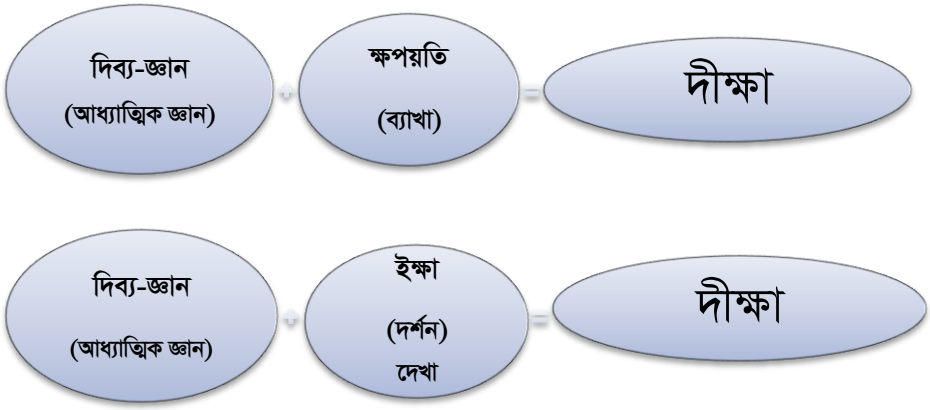

"দীক্ষার অর্থ হচ্ছে দিব্য বা চিন্ময় কর্মকাণ্ডের আরম্ভ"

দীক্ষা, ঐ শব্দটার অর্থই হচ্ছে "এটাই আরম্ভ"। দীক্ষা, দীক্ষা। দী...দিব্য। আসলে দুটি শব্দ, দিব্য-জ্ঞান। দিব্য-জ্ঞান মানে হচ্ছে চিন্ময়, আধ্যাত্মিক জ্ঞান। তো দিব্য হচ্ছে 'দী' এবং জ্ঞানম্। ক্ষপয়তি বা ব্যাখা হচ্ছে 'ক্ষ'। দীক্ষা। দুটো মিলে দীক্ষা। তাহলে দীক্ষার অর্থ হচ্ছে চিন্ময় কর্মকাণ্ডের আরম্ভ। সেটাই হচ্ছে দীক্ষা। তাই আমরা শিষ্যদের কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেই যে, "তোমরা এতগুলো বার নাম জপ করবে" "যথাজ্ঞা"। "তোমাকে এই বিধিনিষেধ পালন করতে হবে" "যথাজ্ঞা"। এটাই দীক্ষা। শিষ্যকে অবশ্যই বিধিনিষেধ পালন করতে হবে এবং জপ করতে হবে। তাহলে সব কিছুই আপনিই হতে শুরু করবে।

প্রবচন, শ্রীমদ্ভাগবতম ৬.১.১৫-অকল্যান্ড, ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৭৩

দীক্ষা হচ্ছে সংস্কৃত শব্দ। দীক্ষা'র অর্থ হচ্ছে..."দী", দিব্য জ্ঞানম্, চিন্ময় জ্ঞান, আর "ক্ষ", "ইক্ষা". "ইক্ষা"-এর অর্থ হচ্ছে দর্শন বা দেখা। অথবা "ক্ষপয়তি", ব্যাখা করা। এটাই দীক্ষা।

প্রবচন, বলী-মর্দন দাসের দীক্ষামন্ত্রিয়ল, জুলাই ২৯, ১৯৬৮

দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত যে কারও ভক্তিমূলক সেবা নিরর্থক।

অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্বং নিরর্থকম্
পশু-যোনিম্ অবাপ্নোতি দীক্ষা-বিরহিত জনঃ

"সদ্-গুরুর কাছ থেকে দীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত সবধরণের পারমার্থিক কর্মকাণ্ড নিরর্থক থেকে যায়। যথাযথভাবে দীক্ষিত না হলে যে কোনও ব্যক্তি পশুযোনীতেও পতিত হতে পারেন।"

হরি-ভক্তি-বিলাস (২.৬),
বিষ্ণুযামল থেকে উদ্ধৃত।
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ১৫.১০৮ এর তাৎপর্যে ব্যবহৃত।

প্রথম দীক্ষা (হরি-নাম)

এভাবে শুরুতে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যরা ভক্তসঙ্গ করতে রাজি হয়, আর ধীরে ধীরে তারা যখন চারটি বর্জনীয় কর্মকাণ্ড যথা আমিষাহার, সব রকমের নেশা, অবৈধ যৌন সঙ্গ ও দ্যুত ক্রীড়া থেকে বিরত থাকে, তখন তারা পারমার্থিক পথে জীবনে অগ্রসর হয়। কেউ যখন নিয়মিতভাবে এই বিধিনিষেধগুলিকে পালন করতে থাকে, তখন তাকে প্রথম দীক্ষা (হরি-নাম) দেওয়া হয় এবং তাকে প্রতিদিন কমপক্ষে ষোলমালা জপ করতে হয়। আর তারপর, ৬মাস থেকে ১বছরের মধ্যে তাকে শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে দ্বিতীয় দীক্ষা দেওয়া হয়। সেইসময় তাকে যজ্ঞোপবীতও দেওয়া হয়।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা ১৭.২৬৫

হরিনাম দীক্ষা ও মন্ত্র-দীক্ষা

প্রথম অনুষ্ঠানটি হচ্ছে হরিনাম-দীক্ষা, আর তারপর মন্ত্র-দীক্ষা। একবছর আগে হরিনাম দীক্ষার সময় এই সব উপস্থিত ছেলেদেরকে জপ করার জন্য দীক্ষা দেওয়া হয়েছিল। আর এখন তাদেরকে মন্ত্র-দীক্ষার মাধ্যমে দ্বিতীয়বার দীক্ষিত করা হচ্ছে।

প্রবচন, গায়ত্রীমন্ত্র দীক্ষানুষ্ঠান -- বোস্টন, মে ৯, ১৯৬৮

গুরু-পরম্পরা ধারার পদ্ধতি

এবং পরম্পরা-প্রাপ্তম্

এভাবে পরম্পরার মাধ্যমে এই পরম বিজ্ঞানকে পাওয়া গিয়েছিল...

ভগবদ্গীতা যথাযথ ৪.২

জীবিত দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করার কারণ কি?

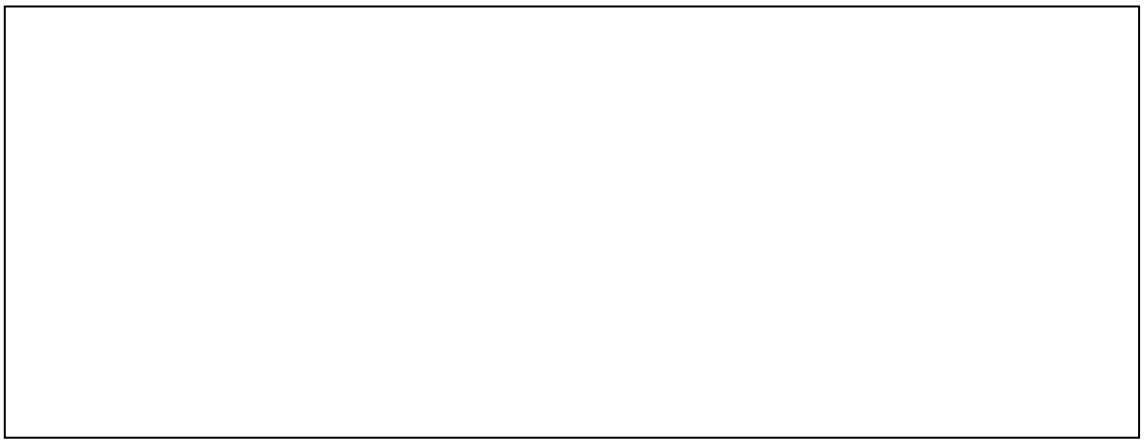

"পরম্পরা ধারা..."

সদ্গুরু শিষ্য-প্রদত্ত সম্মান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করেন, নিজ-স্বার্থে তা গ্রহণ করেন না। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে একমাত্র গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারার মাধ্যমে এই কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ (ভ:গী: ৪.২)। গুরুদেব ঠিক একই সম্মান তাঁর গুরুদেবকে অর্পণ করেন, আর তিনি আবার তাঁর গুরুদেবকে তা অর্পণ করেন, এবং ঠিক এইভাবেই তা শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত পৌছায়। এইভাবে পরম্পরা ধারায় শ্রীকৃষ্ণের কৃপা প্রবাহিত হয়ে নীচে নেমে আসে, আর পরম্পরা ধারার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত সম্মান পৌছে দেওয়া হয়। এইভাবেই আমাদের পরমেশ্বর ভগবানের চরণারবিন্দের সম্মুখীন হওয়ার শিক্ষালাভ করতে হবে...

কপিল মুনির শিক্ষা, অধ্যায় ১৩,শরণাগতির মাধ্যমে সম্পূর্ণ জ্ঞান

বর্তমান যোগসূত্রের দিকে এগুনো উচিৎ

..সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করার জন্য গুরু-শিষ্য-পরম্পরা ধারায় বর্তমান যোগসূত্রে বা প্রকট গুরুর সম্মুখীন হওয়া কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতম ২.৯.৭

"ঝাঁপ মেরে উর্ধ্বতন গুরুর কাছে পৌছা যায় না..."

তো ভগবদ্গীতার সারমর্ম বুঝতে হলে আমাদেরকে ঠিক সেইভাবেই বুঝতে হবে যেভাবে, যিনি আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন তিনি কিভাবে শুনে বুঝেছিলেন। এটাকেই পরম্পরা ধারার পদ্ধতি বলা হয়। মনে কর আমি কিছু একটা আমার গুরুদেবের কাছ থেকে শুনলাম, আমি ঠিক তাই তোমাদের কাছে উত্থাপন করব। সেটাই পরম্পরা ধারার পদ্ধতি। তুমি ধারণ করতে পারো না আমার গুরুদেব কি বলেছিলেন। বা কোন গ্রন্থ পড়েও সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার কাছ থেকে বুঝে নিচ্ছ। এটাই গুরু-পরম্পরা ধারা পদ্ধতি। পরবর্তী গুরুদেব এবং তাঁর পরবর্তী গুরুদেবকে ডিঙিয়ে ঝাঁপ মেরে উর্ধ্বতন গুরুদেবের কাছে যেতে পারো না।

প্রবচনশ্রীমদ্ভাগবতম ১.১৫.৩০ --লস এঞ্জেলস্, ডিসেম্বর ৮, ১৯৭৩

সরাসারি কৃষ্ণের কাছে ঝাঁপ মেরে পৌছানোর চেষ্টা করাটা বৃথা...

প্রথমে তোমার গুরুদেব, তারপর তাঁর গুরুদেব, তারপর তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরুদেব, তাঁর গুরুদেব এবং এইভাবে পরিশেষে কৃষ্ণ। এটাই সঠিক পদ্ধতি। কৃষ্ণের কাছে সোজা পৌছানোর চেষ্ঠাটা ভুল, বৃথা। গুরু পরম্পরার মাধ্যমে ধীরে ধীরে যেমন জ্ঞান লাভ হয় একই ভাবে কৃষ্ণের কাছে ক্রমে ক্রমে যাওয়া উচিৎ।

প্রবচন-শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১.২.৪ -- রোম, মে ২৮, ১৯৭৪

বৈষ্ণব গুরু গ্রহণ করতেই হবে...শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে হবে না...

অহংকারের বশে কারও মনে করা উচিৎ নয় যে গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাণ্ডিত্য অর্জনের মাধ্যমে ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায়। তাকে অবশ্যই একচন বৈষ্ণব গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে (অদৌ গুর্বাশ্রয়ম্), আর তারপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধীরে ধীরে কৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী সেবার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবে। সেটাই গুরু-পরম্পরা ধারার পদ্ধতি।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য লীলা ৭.৫৩

এই সব শিষ্যদেরকে যে আমি দীক্ষা এখন দিচ্ছি...আগামীতে তারাই আধ্যাত্মিক গুরু হবে...

এই যে ছাত্ররা এখন আমার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করছে, আগামীতে তারা ঠিক আমার জায়গায় অবস্থান করবে। আমার অনেক গুরুভাইয়েরাও রয়েছেন, তাঁরাও ঠিক একই কাজ করছেন। তদ্রুপ এই যে এত সব শিষ্য আমি তৈরী করছি, দীক্ষা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে তারাও সঠিক প্রশিক্ষণের পর আধ্যাত্মিক গুরু হবে।

রুমের ভেতরে কথোপকথন, ডেট্রয়েট, জুলাই ১৮, ১৯৭১

আমি আমার শিষ্যদের সদ্গুরু হতে দেখতে চাই

আমি আমার শিষ্যদেরকে সদ্গুরু হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতকে সারা বিশ্বে সুবিস্তার করতে দেখতে চাই, যা আমাকে এবং কৃষ্ণকে অনেক আনন্দ দেবে। কঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদ্গুরু হয়ে বিধিগতভাবে তখন তোমরাও শিষ্য গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু বৈষ্ণব সদাচারের দরুণ তোমার গুরুর জীবনকালে প্রত্যাশিত শিষ্যদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসাই কর্তব্য। তাঁর অবর্তমানে কোন সীমাবদ্ধতা ছাড়াই তুমি শিষ্য গ্রহণ করতে পারো। এটাই পরম্পরায় ধারাবাহিকতার বিধি।

তুষ্টকৃষ্ণের কাছে পত্র, ডিসেম্বর ২, ১৯৭৫

আমি চাই যে আমার অবর্তমানে আমার সব শিষ্যরা ভবিষ্যতে সদ্গুরু হয়ে উঠবে...

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ প্রতিনিধির নির্দেশনায় যে তাঁর আদেশের প্রতি অনুগত থাকবে, সেই সদ্গুরু হতে পারবে। আর আমি আমার শিষ্যদেরকে সদ্গুরু হয়ে কৃষ্ণভাবনামৃতকে সারা বিশ্বে সুবিস্তার করতে দেখতে চাই

মধুসূদনের কাছে প্রত্র -নবদ্বীপ ২ নভেম্বর, ১৯৬৭

"যত বেশি বিনম্র হবে, তত বেশি অগ্রসর হতে পারবে"

এটাই গুরু-পরম্পরা পদ্ধতি। তোমাকে কৃষ্ণের দাসানুদাস হতে শিখতে হবে। যত বিনম্র হবে - দাসের, দাসের, দাসের, দাসের, দাসের, শত শত দাসের দাস হতে পারবে - তত বেশি তুমি অগ্রসর হতে পারবে।

প্রবচন, ভগবদ্গীতা ২.২ -- লন্ডন, আগস্ট ৩, ১৯৭৩

মরণোত্তর হৃত্বিক তত্ত্বের খন্ডন

মরণোত্তর হৃত্বিক তত্ত্ব একটি ভ্রান্ত ধারণা যাতে বলা হচ্ছে যে একজন গুরুদেব তাঁর অপ্রকটের পরও স্থলাভিষিক্ত কোন হৃত্বিক বা পুরোহিতের মাধ্যমে দীক্ষাগুরু হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

- স্বীকৃত কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মাঝে কারও পরম-গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার দৃষ্টান্ত নেই।

- কারও পরম-গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কোন ধরণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ বা সিদ্ধান্ত নেই।

- শ্রীনিবাস আচার্যকে এক চিঠিতে নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র, বীরভদ্র গোস্বামী, জনৈক জয়গোপালকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেছিলেন কারণ সে দাবি করছিল যে সে তার পরম-গুরুর শিষ্য।

  গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, খন্ড ৩

- প্রভুপাদের শিষ্যদের মধ্যে কোন যোগ্য দীক্ষা-গুরু না থাকার যুক্তিটি ইঙ্গিত করে যে প্রভুপাদের শিক্ষা ব্যর্থ বা অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। তাহলে একটি হৃত্বিক পুরোহিতের দ্বারা প্রভুপাদের দীক্ষা-শিষ্য হওয়ার লাভটাই বা কি?

- একজন হৃত্বিক গুরু উপদেশ দেন কিন্তু একজন সদ্‌গুরুর মত শিষ্যকে উদ্ধার করার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে চান না।

অতিরিক্ত যুক্তি:

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ২ গুরু-তত্ত্ব ও পরম্পরা

গুরু-তত্ত্ব

আচার্যকে ঠিক ভগবানের মতই সম্মান দেওয়া উচিৎ

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও বলেছেন যে "সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈর উক্তস্ততা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ"। আচার্য বা গুরু ঠিক কৃষ্ণের মতই। সাক্ষাদ্ধরিত্বেন। আচার্যকে কৃষ্ণের মতই সম্মান দেওয়া উচিৎ। আচার্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ (শ্রীমদ্ভাগবতম ১১.১৭.২৭)। কেউ হয়তো বোঁকার মতো ভাবতে পারে "তারা সাধারণ এক মানুষকে আরাধনা করছে। সে তো আমার মতই, আর সে আসনে বসে তার শিষ্যদের কাছ থেকে সম্মান আর পূজা গ্রহণ করছে"। মাঝে মাঝে তারা এরকমভাবে প্রশ্ন তুলবে কিন্তু তারা জানে না আচার্যকে কিভাবে সম্মান দেওয়া উচিৎ। আচার্যকে ঠিক ভগবানের মতই সম্মান দেওয়া উচিৎ,সাক্ষাদ্ধরিত্বেন। এটা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। এটা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা হচ্ছে। আর আচার্য এই সব সম্মান পরমেশ্বর ভগবানের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেন। এটাই সঠিক পন্থা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১.৭.৪৫-৪৬ -- বৃন্দাবন, অক্টোবর ৫, ১৯৭৬

শ্রীমতি রাধারাণীর পার্ষদ ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধিত্ব

বৈদিক দর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব, যা প্রতিপন্ন করে যে, সবকিছুই যুগপৎভাবে ভগবানের থেকে ভিন্ন ও অভিন্ন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে, সেটিই হচ্ছে আদর্শ গুরুর প্রকৃত স্থিতি এবং শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে গুরুদেবকে মুকুন্দের (শ্রীকৃষ্ণের) সঙ্গে সম্পর্কিত তাঁর অন্তরঙ্গ সেবকরূপে দর্শন করা। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভে (২১৩) স্পষ্টভাবে বিশে- ষণ করেছেন, শুদ্ধ ভক্ত যে গুরুদেব ও মহাদেবকে পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্নরূপে দর্শন করেন, তার কারণ হচ্ছে তাঁরা ভগবানের অতি প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে, তাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীল জীব গোস্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা পরবর্তীকালে এই একই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে গেছেন। গুরুদেবের বন্দনায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে সমস্ত শাস্ত্রে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে, কারণ তিনি হচ্ছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় ও বিশ্বস্ত সেবক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাই পরমেশ্বর ভগবানের সেবকরূপে গুরুদেবের আরাধনা করেন। ভক্তিমূলক সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে এবং শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যবৃন্দের রচিত গীতিসমূহে গুরুদেবকে সর্বদা শ্রীমতী রাধারাণীর অন্তরঙ্গ পরিকর অথবা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রতিনিধি রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি লীলা ১.৪৬

গুরুদেব হচ্ছেন চৈত্যগুরুর বাহ্যিক প্রকাশ...

পরম গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাই তাঁকে বলা হয় চৈত্যগুরু। যার অর্থ হচ্ছে পরমাত্মা, যিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি অন্তর থেকে সাহায্য করেন, এবং গুরুদেবকে পাঠিয়ে দেন, যিনি বাহির থেকে সহায়তা করেন। গুরুদেব হচ্ছেন সকলের হৃদয়ে অবস্থিত চৈত্যগুরুর বাহ্যিক প্রকাশ।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪.৮.৪৪

গুরুর প্রকারভেদ

"তাঁরা বহুসংখ্যক নন; তাঁরা এক, গুরু-তত্ত্ব.."

গুরুদেবকেই সর্বপ্রথমে সম্মানজনক প্রার্থনা প্রদান করা হয়, বন্দে গুরূন। আর গুরূন এখানে বহুবচন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে, তার মানে হচ্ছে বহুসংখ্যক গুরু। কিন্তু তাঁরা বহুসংখ্যক নন; তাঁরা এক, গুরু-তত্ত্ব...

প্রবচন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি লীলা ১.১ মায়াপুর, মার্চ ২৫, ১৯৭৫

দীক্ষা একজনের পাপকর্মের ফলসমূহ বিনষ্ট করে

দীক্ষা-কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্ম-সম

দীক্ষার সময় ভক্ত যখন সর্বোতভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাকে নিজের বলে গ্রহণ করেন।

সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়
অপ্রাকৃত-দেহে তাঁর চরণ ভজয়

তখন তিনি তার সেই দেহ চিদানন্দময় করে তোলেন এবং সেই অপ্রাকৃত দেহে ভক্ত ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ৪.১৯২

দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু

...শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে যিনি দীক্ষা প্রদান করেন সেই গুরুদেবকে দীক্ষাগুরু বলা হয়েছে, আর যেই গুরুদেব আধ্যাত্মিক প্রগতির লক্ষ্যে উপদেশ দেন তাঁকে শিক্ষা-গুরু বলা হয়েছে...

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮.১২৮

দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-বিধি অপেক্ষা না করে
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডাল সবারে উদ্ধারে

"ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, দীক্ষা-পুরশ্চর্যা ইত্যাদি বিধির অপেক্ষা করে না; কেবলমাত্র জিহ্বাকে স্পর্শ করার প্রভাবেই তা আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে।"

সত্যরাজ খানের প্রতি চৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ১৫.১০৮

গুরুদেব তাঁর শিষ্যের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেন

হরিনাম দীক্ষার সময়ে একজন গুরুদেব তাঁর শিষ্যের সমস্ত পাপকর্মের ফল গ্রহণ করেন। আমি হয়তো খুব সহজেই দীক্ষা দিচ্ছি, কিন্তু আমি করবই বা কি? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবার জন্য আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত।

যদুরাণীর কাছে পত্র ড়নব বৃন্দাবন, ৪,সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

দ্বিতীয় দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা

তোমার প্রশ্নের উত্তরে জানাচ্ছি যে দ্বিতীয় দীক্ষাই প্রকৃত দীক্ষা। ঠিক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মত প্রথম দীক্ষাটি প্রাথমিক যা ভক্ত প্রস্তুত করে। প্রথম দীক্ষার মাধ্যমে শুদ্ধতা অর্জনের সুযোগ দেওয়া হয়। যখন সে আসলেই শুদ্ধতা অর্জন করবে তখন তাকে ব্রাহ্মণ হিসেবে মানা হবে এবং সেটাই প্রকৃত দীক্ষা। যখন সে সর্বপ্রথম দিনে শ্রবণ করা শুরু করে, ঠিক তখনই গুরু-শিষ্যের মধ্যে নিত্য সম্পর্কের সূত্রপাত হয় যেমন আমার গুরুদেব। ১৯২২সালে প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমাদেরকে বলেছিলেন "তোমরা শিক্ষিত যুবক, এই সংস্কৃতির প্রচার করছো না কেন? সেটাই ছিল সূত্রপাত আর এখন এটা বাস্তবে রূপ নিচ্ছে। আর তাই সে সম্পর্ক সেই দিন থেকেই শুরু হয়।

যদুরাণীর কাছে পত্র ড়নব বৃন্দাবন, ৪,সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

বিগ্রহ-অর্চণা করা প্রয়োজনীয়

বিগ্রহ অর্চনা আবশ্যকীয় না হলেও, ভগবৎ সেবার জন্য অধিকাংশ জড়-জাগতিক জীবেরা এই কার্যে যুক্ত হতে প্রয়োজন বোধ করে। তাদের দৈহিক ও মানসিক অবস্থার কথা বিবেচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, এরূপ ব্যক্তির চরিত্র অপবিত্র এবং তাদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ। সেই জন্য এই জড়-জাগতিক পরিস্থিতি পরিশোধন করার জন্য মহামুনি নারদ ও আরও অনেকে বিভিন্ন সময়ে বিগ্রহ-পূজার জন্য বিবিধ প্রকার বিধিনিয়ম অনুমোদন করেছেন।

ভক্তি-সন্দর্ভ(২৮৩-৮৪),শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্য ১৫.১০৮

গুরু-পরম্পরা ধারা পদ্ধতি

সর্বপ্রথমে আমার ভক্তেরও ভক্ত হও...দাস-দাস-দাসানুদাসঃ

আমরা ঝাঁপ মেরে শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারি না। সেটা হচ্ছে আরেকটা ভ্রান্ত ধারণা। কৃষ্ণের কাছে শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমেই পৌছা যাবে। সেটাই পরম্পরা ধারার পদ্ধতি। কৃষ্ণ কোন সস্তা বস্তু নন যে তাঁকে ঝাঁপ মেরে গিয়ে লাভ করা যাবে। কেউ হয়তো বলতে পারে "গুরুদেবের কি দরকার আছে আমার? আমি তো সরাসারি কৃষ্ণের কাছে যেতে পারি।" না। কৃষ্ণ সেরকম কিছু গ্রহণ করেন না...মদ্ভক্তঃ পূজাভ্যধিকঃ। কৃষ্ণ বলছেন যে প্রথমে তুমি আমার ভক্তের ভক্ত হও। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেন "গোপী-ভর্তুঃ পদকমলয়োর দাস-দাস-দাসানুদাসঃ আমি কৃষ্ণের দাসের দাসের দাস।"

প্রবচন, ভগবদ্গীতা ২.২
লন্ডন, আগস্ট ৩, ১৯৭৩

"গুরু এক তত্ত্ব"

শ্রীগুরুদেব গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় অবস্থিত হওয়ার কারণে এক তত্ত্ব। ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণ ৫০০০বছর পূর্বে যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তা এখনও শেখানো হচ্ছে। এই দুই শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যদিও এর মাঝে হয়তো শত সহস্র গুরুদেবরা এসেছেন আবার চলেও গেছেন, তাঁদের বাণী একরকমই রয়ে গেছে। সদ্গুরু দ্বিতীয় তত্ত্ব হতে পারেন না কারণ সদ্গুরু তাঁর পূর্ববর্তী আচার্য থেকে আলাদা কিছু বলেন না।

শ্রীগুরুদেব কি?, একজন আধ্যাত্মিক গুরু নির্ণয় করা, আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা ২ক

পাঠ ৩

শ্রীল প্রভুপাদ - ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য

পাঠের বিষয়সমূহ

প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের কর্তব্য/কর্মভার
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/যোগ্য উত্তরসূরী, প্রভুপাদ
ভবিষ্যতের ইসকন

প্রতিষ্ঠাতা আচার্যের কর্তব্য/কর্মভার

প্রতিষ্ঠা:

একটি ভিত্তি বা দৃঢ় সমর্থন দেওয়া
গভীরভাবে কোন বিষয় বা সিদ্ধান্ড় বোঝানো বা স্থাপনা করা
চিরস্থায়ী অস্তিত্বের ব্যবস্থা করে প্রথমবারের মত কোন সংস্থা বা সংঘটন দাঁড় করানো

অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান, ২য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড, ইউনিভার্সিটি প্রেস

শ্রীল প্রভুপাদ কিভাবে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য হিসেবে কর্তব্য পালন করছেন তা নিচে উলে- খ করুন:

ইসকনের প্রতিটি ভক্তের সাথে শ্রীল প্রভুপাদের এক অনন ¨ সর্ম্পক বিদ ¨মান

আর্ন্তজাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা আর্চায হিসাবে এবং আমাদের সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্চায এবং সর্ব্বোচ কতৃপক্ষ হিসেবে ইসকনের প্রতিটি ভক্তের সাথে শ্রীল প্রভুপাদের এক অনন্য সর্ম্পক বিদ্যমান।

৩০৩ জিবিসি, বক্তব্য শ্রীল প্রভুপাদের অবস্থান সর্ম্পকে (মার্চ, ২০১৩)

প্রভুপাদঃ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/যোগ্য উত্তরসূরী

শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা কেন আধুনিক যুগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি/যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে গ্রহণ করি, তার কিছু কারণ দেখিয়ে নিচের বক্সে লিখুন।

মোর সেনাপতী-ভক্ত
এবে নাম সংকীর্তন তীক্ষ্ণ খক্ষ লইয়া অন্তর অসুর জীবের ফেলিবে কাটিয়া
যদি পাপী ছাড়ি ধর্ম দূরে দেশে যায় মোর সেনাপতী-ভক্ত যাইবে তথায়

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের ধারালো তলোয়ার নিয়ে আমি সমস্ত জীবাত্মার হৃদয়ের আসুরিক চিন্তাধারাকে উচ্ছেদ করবো, ধ্বংস করবো।

যদি কিছু পাপী ধর্মীয় আচারণ বিধি ত্যাগ করে দূর্দেশে পালিয়ে যায়, তখন আমার সেনাপতী ভক্ত এসে তাদেরকে কৃষ্ণভাবনামৃত প্রদান করবে।

তাঁর রচিত চৈতন্য-মঙ্গল গ্রন্থে লোচন দাস ঠাকুর
(সূত্র-খণ্ড, গীতি ১২, শে-াক ৫৬৪-৫৬৫)

ভবিষ্যতের ইসকন

শ্রীল প্রভুপাদ যেন ভবিষ্যতেও ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ও প্রধানতম শিক্ষাগুরু হিসেবে বহাল থাকেন, তা নিশ্চিত করতে কি করা যায়? আপনার কিছু ধারণার কথা নিচের বক্সে লিখুন।

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তাবহনকারী মাত্র...

আমার গ্রন্থ ও চিঠিপত্র, এবং বিভিন্ন সভায় প্রবচনগুলির রস আস্বাদন করার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদও জানাই। এগুলো কিন্তু আমার কথা নয়, আমি যেমন তোমাদেরকে বার বার বলেছি যে গুরু-পরম্পরা ধারায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তবাহক মাত্র, আর আমি এতে কোন কিছু যোগ বা বিয়োগ করিনি। তদ্রুপভাবে তোমরাও যদি এই উপদেশগুলিকে পরম্পরা ধারায় বহন করে নিয়ে যাও তাহলে এই চিন্ময় পরম্পরা পদ্ধতিটি বহাল থাকবে এবং জনসাধারণ তাতে উপকৃত হবে।

ভগবানের কাছে পত্র — লস এঞ্জেলস ১০ জানুয়ারী, ১৯৭০

পাঠ ৪ ইসকন গুরুবর্গ

পাঠের বিষয়সমূহ

ইসকন গুরুর আচরণ-ভঙ্গী
গুরুদেব এবং ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী
ইসকনের বাইরের গুরুবৃন্দ

ইসকন গুরুর আচরণ-ভঙ্গী

আপনাম মতে একজন ইসকন গুরু (বর্তমান এবং ভবিষ্যত)এই বিষয়গুলোর সাথে:

- শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা
- ইসকনের আভ্যন্তরীণ কর্তৃপক্ষের কাঠামো

সাধারণত কি ধরণের যথেচিত মনোভাব পোষণ করবে?

আপনার মতামত নীচে লিখুন...

ইসকন গুরুবর্গ এবং ইসকন কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

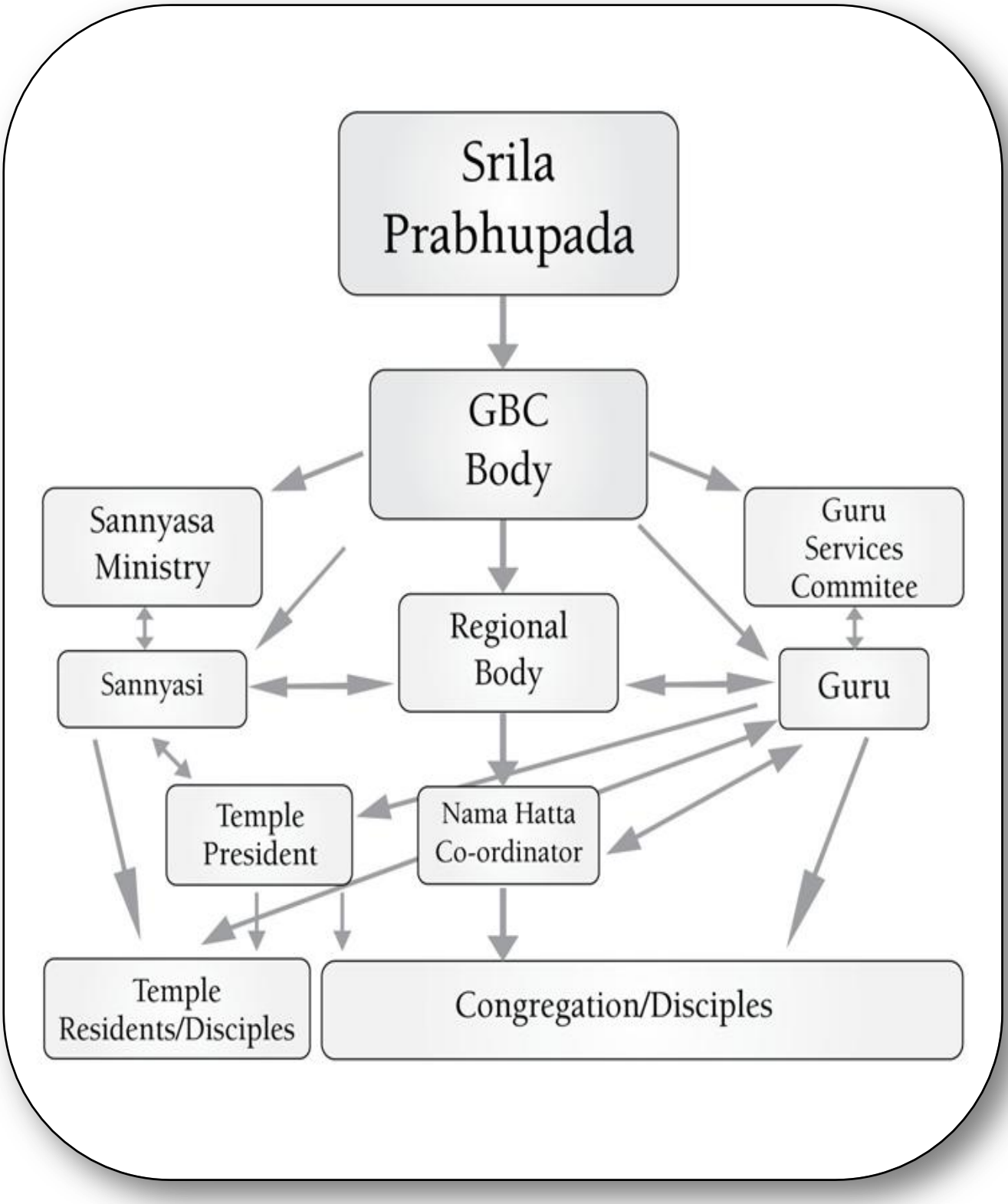

দ্রষ্টব্য: উপরোক্ত কাঠামোটি শুধুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে, এটি কোন প্রাশসানিক কাঠামো নয়..

গুরুদেব এবং ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী

দলগত কাজ:

ছোট্ট একটি নাটকের মাধ্যমে দেখান:

স্থানীয় ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিজের গুরুদেবের নির্দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার অনুপযুক্ত পন্থা

স্থানীয় ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ও নিজের গুরুদেবের নির্দেশ ভিন্ন হওয়ার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার অনুপযুক্ত পন্থা

নাটক চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখা ও উদ্ধৃতিগুলো নিচের খালি জায়গায় লিখে রাখুন।

ইসকনের বাইরের গুরুবৃন্দ

ইসকনের ভেতর থেকে দীক্ষা ও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করার কিছু সুবিধার কথা নিচের খালি জায়গাতে লিখুন।

ইসকন গুরুর আচরণ-ভঙ্গী

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের গভর্ণিং বডি

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অপ্রকটের পূর্বে তাঁর শিষ্যদেরকে একটি গভর্ণিং বডি তৈরী করে সহযোগীতার সাথে প্রচারকার্য চালাতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কোন বিশেষ একজন শিষ্যকে পরবর্তী আচার্য হবার নির্দেশ দিয়ে যাননি। কিন্তু তাঁর অপ্রকটের ঠিক পর পর তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যরা অনাধিকার চর্চা করে আচার্যের পদ দখলের পরিকল্পনা করতে শুরু করে, এবং পরবর্তী আচার্য কে হবেন তা নিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে উভয় দলই অসাড় হয়ে যায় কেননা গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করার দরুণে তাদের পারমার্থিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১২.৮

গুরুদেব এবং ইসকন কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত হওয়া কিন্তু জি.বি.সি কে না মানা...

"তারা যখন বলে যে তাদের ইসকন বা জি.বি.সি'কে পছন্দ হয় না, তখন তারা আসলে বোঝাতে চাচ্ছে যে তারা আমার আদেশ মানতে চাচ্ছে না। তার মানে হচ্ছে আমার আদেশও তাদের পছন্দ না। তার মানে হচ্ছে আমার আদেশের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই। যার মানে হচ্ছে আমার প্রতিও তাদের কোন আস্থা নেই। যা গুরু-অপরাধ! এরপরেও যখন তারা বলে যে আমার প্রতি তাদের আস্থা আছে, সেটা তখন ভণ্ডামি ছাড়া আর কি!"

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫, ইসকন হনলুলু, হাওয়াই
প্রভুপাদ লীলা সংযোজনী - প্রভুপাদ লীলামৃত (সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী)

ইসকনের বাইরের গুরুবৃন্দ

আমাদের পরম্পরার বাইরে কারও কাছ থেকে কিছু শোনা উচিৎ না

নিজের দীক্ষাগুরু বা জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতাদের মত অনুমোদিত ব্যক্তির কাছ থেকেই শোনা উচিৎ। কিন্তু কখনই আমাদের পরম্পরার বাইরে কারও কাছ থেকে কিছু শোনা উচিৎ না। এইসব কিছু শুনে তারপর ভুল সংশোধন করাটা শুধু সময়ের অপচয়।

হংসদূতের কাছে পত্র - হ্যামবুর্গ, ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

দয়া করে তাদের এড়িয়ে চলো

"তোমার সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৭৫ তারিখের পত্রটি বন মহারাজ সম্বন্ধীয় বিবৃতিটি সহ আমি পেয়েছি। সূতরাং এই মুহূর্তে আমি আদেশ দিচ্ছি যে আমার সমস্ত শিষ্যরা যেন আমার গুরুভ্রাতাদের এড়িয়ে চলে। আমার শিষ্যরা যেন তাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রাখে, কোন রকম গ্রন্থ আদান-প্রদান না করে এবং তাদের মন্দিরের দর্শনও পর্যন্ত না করতে যায়। দয়া করে তাদের এড়িয়ে চলো।"

বিশ্বকর্মার কাছে পত্র - বম্বে, ৯ নভেম্বর, ১৯৭৫

"তাঁকে প্রসাদ দিবে, জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের মত সম্মান প্রদর্শন করবে কিন্তু তিনি যেন কোন ধরণের প্রবচন না দিতে পারেন.."

কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য সকল বৈষ্ণবদেরকে অধিকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারপরও অধিকারত্তেরও বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদি ওনার (বন মহারাজ) এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে দমন করা তাহলে আমরা তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করবো? তিনি ইতিমধ্যেই একজন অধ্যাপককে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়েছেন। তাঁকে আমরা অতিথিরূপে সৎকার করতে পারি। যদি তিনি আমাদের মন্দিরে আসেন তাঁকে প্রসাদ দিবে, জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবের মত সম্মান প্রর্দশন করবে কিন্তু যেন কোন ধরণের প্রবচন না দিতে পারেন। যদি দিতে চায়, তাহলে বলবে ইতিমধ্যেই একজন প্রবক্তা নির্ধারিত হয়ে আছে। ব্যস!"

সৎস্বরূপের কাছে পত্র - হনলুলু, ৪ জুন, ১৯৭৫

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ৪ ইসকন গুরুবৃন্দ

জিবিসি

"এই গভর্ণিং বডি কমিশন (জিবিসি)'ই হবে সমস্ত ইসকন পরিচালনারসর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।"

শ্রীল প্রভুপাদের উইল ঘোষণা, জুন ১৯৭৭

গৌড়ীয় মঠ প্রচারকার্যে ব্যর্থ হয়েছে..

তোমাদের সবসময় প্রচারকার্যে নিয়োজিত থাকতে হবে। গৌড়ীয় মঠ প্রচারকার্যে ব্যর্থ হয়েছে কারণ তারা এই নীতিতে অবলম্বন করতে পারেনি। মঠ বা মন্দিরের নামে যেই একটু সম্মান পেতে শুরু করলো আর কয়েক ডজন...না কয়েক ডজন নয়, এক ডজন শিষ্য পেয়েই তারা স্থবির হয়ে যায়। এখন শুধু ভজন "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ..." করে আর দেখায় যে সে কত বড় জপ-সাধক। কিন্তু তোমার প্রচার কোথায়? আমার গুরুমহারাজ এই নীতিকে তিরস্কার করতেন। মন তুমি কিসের বৈষ্ণব: "তুমি কিরকম বৈষ্ণব?" প্রতিষ্ঠার তাড়ে নির্জনের ঘরে: "কিছু সস্তা সম্মান আর জনপ্রিয়তার জন্য জপ করে শুধু...ওহ তিনি একজন বৈষ্ণব। তিনি জপ করছেন।" কোন চিন্তা নেই কারণ কোন প্রচার নেই। তুমি চুপচাপ বসে থেকে লোককে দেখাতে পারো যে "আমি এখন মুক্ত পুরুষ" আর জপ করে ধ্যান করতে পারো। সেটার মানে তো ঘুমানো! আমর গুরুমহারাজ এইরকম কার্যকলাপ দেখতে পারতেন না। প্রতিষ্ঠার তাড়ে নির্জনের ঘরে তব হরিনাম কেবলম্। আরে ওটা প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। উনি এই ধরণের কার্যকলাপ কোন অনুমোদক করেননি। তিনি অনুমতিই দেননি। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে সবাই প্রচারকার্যে ব্যস্ত আছে...

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৬.৩.১৮ -- গোরক্ষপুর, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৭১

গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করার দরুণে তাদের পারমার্থিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়

ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অপ্রকটের পূর্বে তাঁর শিষ্যদেরকে একটি গভর্ণিং বডি তৈরী করে সহযোগীতার সাথে প্রচারকার্য চালাতে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি কোন বিশেষ একজন শিষ্যকে পরবর্তী আচার্য হবার নির্দেশ দিয়ে যাননি। কিন্তু তাঁর অপ্রকটের ঠিক পর পর তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যরা অনাধিকার চর্চা করে আচার্যের পদ দখলের পরিকল্পনা করতে শুরু করে, এবং পরবর্তী আচার্য কে হবেন তা নিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে উভয় দলই অসাড় হয়ে যায় কেননা গুরুদেবের নির্দেশ অমান্য করার দরুণে তাদের পারমার্থিক যোগ্যতা নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১২.৮

জি.বি.সি'র কর্তৃত্ব গ্রহণ করাটা ছিল শ্রীল প্রভুপাদেরই নির্দেশ

বৈষ্ণব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বলে যে গুরুদেবের সবচেয়ে অপরিহার্য গুণগত বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে যে তিনি তাঁর নিজের গুরুদেবের আদেশ পালন করেন। তিনি কখনই প্রভু হন না, বরং সবসময় দাস হিসেবে থাকেন। ঠিক তদ্রুপভাবে ইসকনের একজন গুরুদেব হিসেবে যোগ্যতা অর্জন করতে হলে জিবিসি'র কর্তৃত্বের ছত্রছায়ায় সমস্ত ভক্তদের সহযোগীতার সাথে সেবা করার শ্রীল প্রভুপাদের আদেশটিঅবশ্যই মানতে হবে। জি.বি.সি'র কর্তৃত্ব গ্রহণ করা একটি স্বেচ্ছামূলক অভিরূচি নয় - কারণ এটাই শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল, কারণ এটা গুরু-তত্ত্বের জন্য প্রয়োজন ছিল।

গুরু-সংস্কার - রবীন্দ্র স্বরূপ দাস - ইসকন যোগাযোগ রোজনমচা#২.১

কোন ধরণের ব্যত্যয় ছাড়া একজন শিষ্যের তার গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা কর্তব্য

এই সূত্রে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর গোস্বামী মহারাজ মন্তব্য করছেন যে "যদি কেউ গুরুদেবের মুখঃনিসৃত বাণী সঠিকভাবে পালন করে তাহলে তার জীবনের উদ্দেশ্যে নিখুঁতভাবে সফল হবে।" গুরুদেবের বাণীর এই গ্রহণযোগ্যতাকে বলা হয়েছে শ্রৌত-বাক্য, যা আসলে ইঙ্গিত করে যে কোন ধরণের ব্যত্যয় ছাড়া একজন শিষ্যের তার গুরুদেবের নির্দেশ পালন করা কর্তব্য। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে বলছেন যে গুরুবাক্যকে একজন শিষ্য তার প্রাণ হিসেবে গ্রহণ করা উচিৎ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ৭.৭২

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত হওয়া কিন্তু তাঁর জিবিসি'কে না মানা

শ্রীল প্রভুপাদের ঘরেই ভক্তদের আরেকটি বোঝাপড়া হয় যারা জোর দিচ্ছিল যে তারা শ্রীল প্রভুপাদকে নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য করতে পারবে কিন্তু তাঁর জিবিসি প্রতিনিধি বা ইসকন কোনটাকেই তারা মানতে পারবে না। প্রভুপাদের ঘরের এই ভক্তরা আগে ইসকন হাওয়াই'র নের্তৃত্ব দিচ্ছিল কিন্তু তারা ছেড়ে চলে যায় এবং এখন তারা মজুত অর্থ ও সম্পত্তি তাদের নিজের নামে ব্যবহার করার হুমকি দিচ্ছিল। প্রভুপাদ বারবার তাদের সরলভাবে অনুরোধ করছিলেন, "তোমরা কেন চলে গেলে? তোমরা থেকে যাও না কেন? তোমরা আত্মসমপর্ণ করছো না কেন?" কিন্তু তারা জোর দিয়ে বলছিল যে যদিও প্রভুপাদের উপর তাদের আস্থা আছে, তারা জিবিসি'র প্রতি আস্থা রাখতে পারছিল না।

ঘরের ভেতরের একজন জিবিসি সদস্য আত্মসমর্পণ করার প্রভুপাদের এই সরল অনুরোধকে তাদের অগ্রাহ্য করতে দেখে অত্যন্ত ক্রোধিত হয়ে গেলেন। "আপনারা বলছেন যে আপনারা শ্রীল প্রভুপাদকে গ্রহণ করছেন?"

"হ্যা" তারা উত্তর দিল।

"আর আপনারা এও বলছেন যে তাঁর উপর আপনাদের বিশ্বাস আছে?"

"হ্যা"

"আপনারা বলছেন যে তিনি যা বলবেন, তাই আপনারা মানবেন?"

"হ্যা"

"তাহলে, যদি, প্রভুপাদ আপনাদেরকে জিবিসি'কে মানার জন্য বলেন, আপনারা তা করবেন?" ঘরে একটি টানটান উত্তেজনাপূর্ণ নিস্তব্ধতা বয়ে গেল।

"না, আমরা তা মানবো না।"

যেই তারা না বলল শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর মুষ্টিবদ্ধ হাত টেবিলে ফেলে সেই পথবিচ্যুত ভক্তদের দিকে দেখিয়ে বললেন, "কি রকম ভণ্ডামি, দেখেছো!"

প্রভুপাদের এই কঠিন সিদ্ধান্তের পরও তারা তাদের "আপনাতে-আমরা-আত্মসমর্পিত-কিন্তু-ইসকনে-নয়" দর্শনে গো ধরে থাকলো। শ্রীল প্রভুপাদ তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে, উপস্থিত অন্যান্য ভক্তদেরকে বললেন "তারা যখন বলে যে তাদের ইসকন বা জি.বি.সি'কে পছন্দ হয় না, তখন তারা আসলে বোঝাতে চাচ্ছে যে তারা আমার আদেশ মানতে চাচ্ছে না। তার মানে হচ্ছে আমার আদেশও তাদের পছন্দ না। তার মানে হচ্ছে আমার আদেশের প্রতি তাদের কোন আস্থা নেই। যার মানে হচ্ছে আমার প্রতিও তাদের কোন আস্থা নেই। যা গুরু-অপরাধ! এরপরেও যখন তারা বলে যে আমার প্রতি তাদের আস্থা আছে, সেটা তখন ভণ্ডামি ছাড়া আর কি!"

৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫, ইসকন হনলুলু, হাওয়াই
প্রভুপাদ লীলা সংযোজনী - প্রভুপাদ লীলামৃত (সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী)

শিক্ষা-গুরু কখনই দীক্ষা-গুরুর শিক্ষার ব্যতিরেকে কিছু বলবেন না

মাঝে মাঝে একজন দীক্ষাগুরু সবসময় উপস্থিত থাকেন না। তাই কেউ একজন উন্নত ভক্তের কাছ থেকে শিক্ষা বা উপদেশ নিতে পারে। তাকে তখন শিক্ষা-গুরু বলা হয়। শিক্ষাগুরু মানে এই নয় যে সে দীক্ষাগুরুর শিক্ষার ব্যতিরেকে কিছু বলবেন। তখন সে শিক্ষাগুরু থাকে না, একটা লম্পট হয়ে যায়।

ভগবদ্গীতা ১৭.১-৩ -- হনলুলু, জুলাই ৪, ১৯৭৪

তার গুরুদেবের সামনে একজন শিষ্য সবসময় একটি মূর্খের মত থাকবে

একজন শিষ্য হওয়ার আদর্শ উদাহরণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিজে দিয়ে গেছেন। একজন গুরুদেব খুব ভালো করেই জানেন প্রত্যেক শিষ্যকে কিভাবে বিভিন্ন সেবায় নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু একজন শিষ্য যদি তার গুরুদেবের থেকেও উন্নত বলে মনে করে, তাঁর নির্দেশ অমান্য করে স্বাধীনভাবে চলতে শুরু করে, তাহলে সে নিজেই তার আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে কাঁটা হয়ে দাড়ায়। প্রত্যেক শিষ্যেরই কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হিসেবে ভাবা উচিৎ আর কৃষ্ণভাবনামৃতে অভিজ্ঞ হওয়ার ইচ্ছায় গুরুদেবের প্রতিটি নির্দেশ পালন করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকা উচিৎ।তার গুরুদেবের সামনে একজন শিষ্য সবসময় একটি মূর্খের মত থাকবে..

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ৭.৭২

চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্তব্য এইভাবে আচরণ করা, ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া..

তাই আমাদের এমনভাবে জীবনযাপন করা উচিৎ যাতে আমাদের মন এবং বুদ্ধি সুস্থ এবং সবল থাকে, যার ফলে আমরা সমস্যা জর্জরিত জীবন থেকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের পার্থক্য রিরূপণ করতে পারি।চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্তব্য এইভাবে আচরণ করা, ভাল-মন্দের পার্থক্য সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং তার ফলে জীবনের চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭.৬.৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

পাঠ - ৫ গুরু-পদাশ্রয়

প্রভুপাদাশ্রয়
দীক্ষা/শিক্ষা-গুরু পদাশ্রয় এবং প্রভুপাদাশ্রয়

পাঠ - ৬ গুরু নির্ণয়

সদ্-গুরুর যোগ্যতা
গুরু নির্ণয়

পাঠ - ৭ দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ

কঠোরভাবে দীক্ষাকালীন শপথগুলি পালন করা
দীক্ষাকালীন শপথগুলি পালন করার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ
বাধাসমূহের সমাধান
সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ

পাঠ ৫ গুরু-পদাশ্রয়

পাঠের বিষয়সমূহ

প্রভুপাদাশ্রয়
দীক্ষা/শিক্ষা-গুরু পদাশ্রয় এবং প্রভুপাদাশ্রয়

যস্য দেবে পরা ভক্তির যথা দেবে তথা গুরৌ
তস্যৈতে কথিতা হি অর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ
"যে সব মহাত্মাগণ ভগবান ও গুরুদেবের প্রতি অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখেন, তাঁদের ভেতর বৈদিক জ্ঞানের সারাতিসার আপনাতেই প্রকাশিত হয়।"
শ্বেতাশ্বর উপনিষদ ৬.২৩

প্রভুপাদাশ্রয়ের নির্দেশাবলী

আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু থেকেই শ্রীল প্রভুপাদের সাথে কিভাবে আমরা একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারি সেরকম কিছু নির্দিষ্ট পন্থা নিচে উলে- খ করুন।

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তাবহনকারী মাত্র...

আমার গ্রন্থ ও চিঠিপত্র, এবং বিভিন্ন সভায় প্রবচনগুলির রস আস্বাদন করার জন্য তোমাদেরকে ধন্যবাদও জানাই। এগুলো কিন্তু আমার কথা নয়, আমি যেমন তোমাদেরকে বার বার বলেছি যে গুরু-পরম্পরা ধারায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বার্তবাহক মাত্র, আর আমি এতে কোন কিছু যোগ বা বিয়োগ করিনি। তদ্রুপভাবে তোমরাও যদি এই উপদেশগুলিকে পরম্পরা ধারায় বহন করে নিয়ে যাও তাহলে এই চিন্ময় পরম্পরা পদ্ধতিটি বহাল থাকবে এবং জনসাধারণ তাতে উপকৃত হবে।

ভগবানের কাছে পত্র — লস এঞ্জেলস ১০ জানুয়ারী, ১৯৭০

নতুন সদস্যদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করার শিক্ষা দিন..

ইসকন ভক্তরা নতুন সদস্যদেরকে শিক্ষা দেবেন তারা যেন শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে, এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাপারে তাদেরকে যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাঁদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা গ্রহণ করেন। সেই ইসকন সদস্যরা কবে এবং কার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবেন, তা তারা নিজেরাই নির্ণয় করবে। কিন্তু তারা যেন শ্রীল প্রভুপাদকে তাদের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ও প্রধানতম শিক্ষা-গুরু হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে।

অন্ততপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের প্রথম অংশটুকু স্তব করা

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সকল প্র-শিষ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিষ্যদেরকে তাদের দীক্ষা-গুরুর প্রণাম মন্ত্র স্তব করার পর অন্ততপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের প্রথম অংশটুকু স্তব করা উচিৎ।

ইসকনের থেকেই শিক্ষা ও দীক্ষার উদ্দেশ্য

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সঙ্গে একটি পাকাপোক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে পর কমপক্ষে ৬মাস কঠোর সাধনার পর তারা একজন অনুমোদিত ইসকন ভক্তকে দীক্ষাগুরু হিসেবে নির্ণয় করতে পারে। এবং কমপক্ষে আরও ৬মাস অতিবাহিত করার পর তারা তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সকলের এটা বোঝা উচিৎ যে ইসকনের ভেতর থেকেই শিক্ষা ও দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সততা, আসক্তি ও স্নেহের দিক দিয়ে ভক্তদের সাথে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তোলা।

ইসকন আইন ৭.২.১ প্রথম (হরিনাম) দীক্ষা

দীক্ষা/শিক্ষা-গুরু পদাশ্রয় এবং প্রভুপাদাশ্রয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কি?

ইসকনে গুরু-পদাশ্রয়

ইসকনের একটি শিষ্য তিনটি উৎস থেকে আশ্রয় গ্রহণ করে:

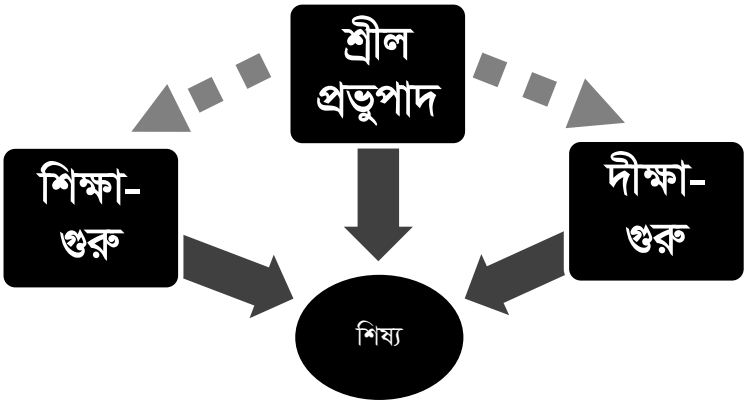

সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণের কৃপার বিভিন্ন প্রকাশের মাধ্য ম একজন ভক্তকে তিনি চরমে উদ্ধার করেন। এর মধ্যে রয়েছে চৈত্য গুরু, শ্রীল প্রভুপাদ, গুরু পরম্পরা, দীক্ষাগুরু, অন্যান্য শিক্ষা-গুরু, মহামন্ত্র, শাস্ত্র, নববিধা ভক্তি ও অন্যান্য অনেক কিছু।

৩০৩. শ্রীল প্রভুপাদের পদাবস্থান সম্পর্কিত জিবিসি'র বক্তব্য (মার্চ ২০১৩)

উপরোক্ত পারস্পারিক সমন্ধীয় বিষয়গুলোর মধ্যে, শ্রীল প্রভুপাদ, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) - এর প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য হিসেবে ইসকনের সমস্ত সদস্যদের জন্য প্রধানতম আচার্য। ইসকনের বতর্মান এবং ভবিষ্যতের সব প্রজন্মের সমস্ত সদস্যদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

৩০৩. শ্রীল প্রভুপাদের পদাবস্থান সম্পর্কিত জিবিসি'র বক্তব্য (মার্চ ২০১৩

এটা ভালোবাসার সাথে করা হয়। এটাই মূল নীতি..

"আমার দীক্ষা-গুরু আমার পরম বন্ধু আর তাই আমাকে তাঁর সেবা করা উচিৎ," সবার মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো উচিৎ। তুমি যেই সেবাটি করছো সেটা অন্য কারো দ্বারা সম্ভব নয়, এমনকি মাসে ১০,০০০টাকা বেতন দিলেও। এটা সম্ভব নয় কারণ এটা ভালোবাসার সাথে করা হচ্ছে। এটাই মূল নীতি। যস্য দেবে পরা ভক্তির যথা দেবে তথা গুরৌ। যখন কেউ কৃষ্ণ এবং তাঁর প্রতিনিধি, গুরুদেবে, ভক্তিমূলক প্রয়াস এবং চেতনা স্থির করবে, তখন সবকিছু আপনাতেই প্রকাশিত হয়ে যায়।

ডালাসের গুরুকুল শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদের বক্তব্য, জুলাই ১৯৭৫

সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করে..

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সবচেয়ে সহজ পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করে সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করা। সেটিই সাফল্যের রহস্য। যে সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্বষ্টকমে (আটটি শ্লোকে গুরুদেবের বন্দনায়) বলেছেন, যস্যপ্রসাদাদ্ ভগবৎপ্রসাদঃ - শ্রীগুরুদেবের সেবা করার ফলে অথবা তাঁর কৃপালাভ করার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ হয়। তাঁর পতি কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, দেবহূতি তাঁর সিদ্ধির অংশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই ঐকান্তিক শিষ্য সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারাই কেবল ভগবানের এবং গুরুদেবের কৃপা একসঙ্গে লাভ করেন।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাবগতম ৩.২৩.৭

পাঠ৬ গুরু নির্ণয়

পাঠের বিষয়

সদ্-গুরুর যোগ্যতা
গুরু নির্ণয়

একজন গুরুদেবের মধ্যে আপনি কি খোঁজেন?

সদ্‌গুরুর যোগ্যতা

একজন সদ্‌গুরুর যোগ্যতাগুলি কি? আলোচনা থেকে উঠে আসা মূল ধারণাগুলি নিচের বক্সে লিখে রাখুন।

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধ-বেগং জিহ্বা-বেগং উদরোপস্থ-বেগং
এতান বেগান যো বিষহেত ধীরঃ সর্বামাপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ

যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর এবং উপস্থের বেগ - এই ষড়বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী শাসন করতে পারেন।

উপদেশামৃত, শ্লোক ১

দুটি যোগ্যতা...

তদ-বিজ্ঞানার্থং স গুরুম এবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্ম-নিষ্ঠম

এই ব্যাপারগুলি বোঝার জন্য একজনকে মশাল হাতে নিয়ে বিনম্র চিত্তে, বৈদিক জ্ঞানের আধার ও পরম সত্যের পথে দৃঢ়নিষ্ঠ এমন একজন গুরুদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করা।

মুণ্ডক উপনিষদ ১.২.১২

সদ্‌গুরু কখনো নিজের মনগড়া কল্পনাপ্রসূত জ্ঞান প্রদান করেন না। তাঁর জ্ঞানমানসম্পন্ন আর গুরু-শিষ্য পরম্পরা প্রাপ্ত। তিনি পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সেবায় নিষ্ঠাবান (ব্রহ্ম-নিষ্ঠম)। তাঁর দুটি লক্ষণ - তিনি নিশ্চয়ই গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারা থেকে বৈদিক জ্ঞান শ্রবণ করেছেন, এবং তিনি সুদৃঢ়ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর বড় কোন এক পণ্ডিত ব্যক্তি হওয়ার প্রয়োজন নেই কিন্তু তাঁকে অবশ্যই কোন যথার্থ সূত্র থেকে শ্রবণ করতে হবে।

কপিল শিক্ষামৃত, শ্লোক ৪, একজন সদ্‌গুরুর কাছে যাওয়া

গুরু-নির্ণয়

গুরু-নির্ণয়ের কিছু অনুপযুক্ত কারণ, নিচের বক্সটিতে উলে- খ করুন।

গুরু-নির্ণয়ের পদক্ষেপ

নিচের ক্রমানুসারটি দীক্ষার পদক্ষেপ সংক্রান্ত ইসকন নিয়মাবলী ও আইন থেকে তুলে ধরা হয়েছে। আইনগুলি বিস্তারিতভাবে পরিশিষ্ঠ ৪, পৃষ্ঠা ৭০-এ তুলে দেওয়া হয়েছে।

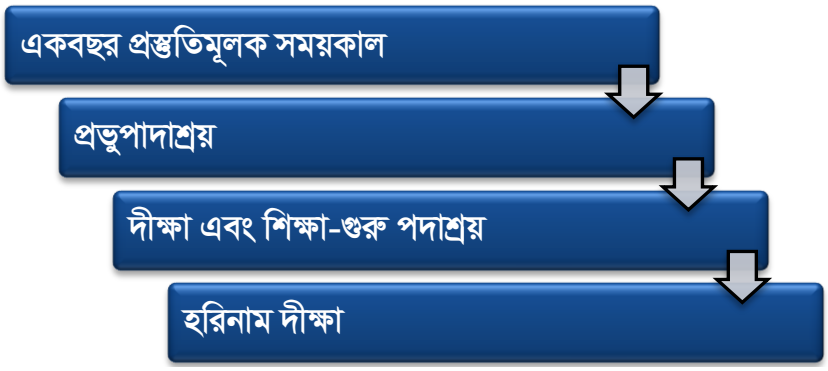

একবছর প্রস্তুতিমূলক সময়কাল

ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া
চারটি বিধিনিষেধ কঠোরভাবে পালন করা
প্রতিদিন ১৬মালা মহামন্ত্র জপ করা
প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান প্রতিদিন অংশগ্রহণ করা (মন্দিরবাসী)
বাড়ীতে বা নামহট্টে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা (মন্দিরের বাইরের অধিবাসীরা)

প্রভুপাদাশ্রয়

প্রধানতম শিক্ষাগুরু হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদের উপর মনযোগ দেওয়া
প্রণাম করার সময় শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্র স্তব করা
জ্যেষ্ঠ ইসকন ভক্তদের দ্বারা পথপ্রদর্শন (শিক্ষা গুরু)

দীক্ষা এবং শিক্ষা-গুরু পদাশ্রয়

প্রভুপাদাশ্রয়ের অন্ড়ত ছয় মাস পর, কেউ তার শিক্ষাগুরুর মধ্য থেকে একজন ইসকন অনুমোদিত দীক্ষাগুরু নির্ণয় করতে পারে। এখানে উলে- খ্য যে ছয়মাস সময়সীমাটি ন্যুনতম সময়, কিন্তু এই নির্ণয় করতে যতটা সময় দরকার ততটাই নেওয়া যাবে।
নিজেদের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সুবিবেচকের মত দীক্ষাগুরু নির্ণয় করা শিষ্যদের দায়িত্ব
স্থানীয় মন্দির অধ্যক্ষ বা সমমর্যদা সম্পন্ন কর্তৃপক্ষকে জানানো
ইসকন কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত লিখিত পরীক্ষা দেওয়া
নির্বাচিত গুরুর কাছ থেকে অনুমোদন লাভ করা
সেই গুরুর আরাধনা শুরু করা এবং তাঁর প্রণাম মন্ত্র স্তব করা (তারপর শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের অন্ড়তঃ প্রথম অংশটি স্তব করা)
নির্বাচিত দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করার পাশাপাশি আগের অনুমোদিত শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা চালিয়ে যাওয়া
এবং অন্য কোন ইসকন গুরুর কাছ থেকে দীক্ষাপ্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে গুরু এবং মন্দির কর্তৃপক্ষকে জানানো

হরিনাম দীক্ষা

তারপর কমপক্ষে ছয় মাস এভাবে কাটানোর পর বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করা
কোন দীক্ষাপ্রার্থীকে দীক্ষা দিতে গুরু বাধ্য নন।
এবং দীক্ষার পর দীক্ষাগুরুর অনুমোদন সাপেক্ষে আরও শিক্ষাগুরু গ্রহণ করা

সদ্‌গুরুর যোগ্যতা

ব্যক্তিগত আচার ও প্রচার

'আচার', 'প্রচার' - নামের করহ কার্য
তুমি সর্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য

কিন্তু তুমি ভগবানের দিব্য নামের 'আচার' এবং 'প্রচার' দুটি কার্যই কর। তাই তুমি সকলের গুরু এবং এই জগতের শ্রেষ্ঠ ভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামী এখানে স্পষ্টভাবে জগদ্গুরুর সংজ্ঞা বিশে- ষণ করেছেন। তাঁর যোগ্যতা হচ্ছে যে তিনি অবশ্যই শাস্ত্র নির্দেশানুসারে আচরণ করবেন এবং সেই সঙ্গে প্রচার করবেন। যিনি তা করেন না তিনি সদ্‌গুরু নন।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা ৪.১০৩

যে কোন আশ্রম থেকে

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই 'গুর' হয়

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিম্বা সন্ন্যাসী হোন অথবা শূদ্রই হোন, তাতে কিছু যায় আসে না।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮.১২৮

তোমরা সবাই দীক্ষাগুরু হইয়ো

যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ৭.১২৮

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন তোমরা সবাই দীক্ষা গুরু হতে পারো, তোমরা সবাই। শুধু এক দৃইজন কেন? তোমরা সবাই দীক্ষাগুরু হতে পারো। ওহ, দীক্ষাগুরু হওয়া খুব কঠিন। না। একদম কঠিন কাজ নয়। চৈতন্য মহাপ্রভু - "আমার আজ্ঞায়: শুধু আমার আদেশ পালন করো। ব্যস। তাহলে তুমিও দীক্ষাগুরু হতে পারবে।

ভগবদ্গীতা ৪.১-২ -- কলম্বাস, মে ৯, ১৯৬৯

"আমার নির্দেশে"সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাহলে সবাই কিভাবে দীক্ষাগুরু হতে পারবে?একজন দীক্ষাগুরুর যথেষ্ট জ্ঞান এবং আরও অনেক যোগ্যতা থাকা উচিৎ, মোটেই তা নয়। যোগ্যতা ছাড়াও একজন দীক্ষাগুরু হতে পারে। কিভাবে?পদ্ধতিটা হচ্ছে, চৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশে, আমার আজ্ঞায়: "আমার নির্দেশে"। সেটাই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজের ইচ্ছায় কেউ দীক্ষাগুরু হতে পারেনা। সেটা দীক্ষাগুরু নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন আবশ্যক। তারপরই সে দীক্ষাগুরু হতে পারবে। আমার আজ্ঞায়। ঠিক আমদের ক্ষেত্রেম মত। আমাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষা, আমাদের আচার্য, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন "তুমি বেদবাক্যের মত আমার কাছ থেকে যা যা শিখেছো তা ইংরেজীতে প্রচার করো।" তো আমরা সেটা চেষ্ঠা করেছি। ব্যস। এরকম নয় যে আমি খুব যোগ্যতাসম্পন্ন। আমার একমাত্র যোগ্যতা হচ্ছে আমি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালন করছি। ব্যস। সেটাই সাফল্যের রহস্য।

ভগবদ্গীতা ২.২, লন্ডন, আগস্ট ৩, ১৯৭৩

গুরু-নির্ণয়

ঝোঁকের বশে গুরু গ্রহণ করা উচিৎ নয়। তা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, গুরু গ্রহণ করার পূর্বে সাবধানতার সাথে বিচার করতে হবে যে আমি তাঁর প্রতি সর্বোতভাবে শরণাগত হতে পারব কি না। হঠকারিতা বা ঝোঁকের বশে গুরু গ্রহণ করা উচিৎ নয়। তা অত্যন্ত বিপজ্জনক। গুরুদেবেরও কর্তব্য হচ্ছে দীক্ষাকামী মানুষটি শিষ্য হওয়ার যোগ্য কি না তা পরীক্ষা করে দেখা। এইভাবে গুরুদেব এবং শিষ্যের মধ্যে সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়।

আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা২ক: গুরু কি?

কমপক্ষে একবছর ধরে একসাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া উচিৎ

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর হরি-ভক্তি-বিলাসে উলে- খ আছে যে, দীক্ষাগুরু এবং শিষ্যেরকমপক্ষে একবছর ধরে একসাথে দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া উচিৎ যাতে শিষ্য বুঝতে পারে যে "এই সেই ব্যক্তি যাকে আমি গুরু হিসেবে গ্রহণ করতে পারি।" এবং গুরু দেখেন যে "এই ভক্তটি আমার শিষ্য হওয়ার যোগ্য কি না" তাহলে এই আদান প্রদান ভালো হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১.১৬.২৫ -- হাওয়াই, জানুয়ারী ২১, ১৯৭৪

কমপক্ষে একবছর ধরে তাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিৎ

সূতরাং পদ্ধতিটা হচ্ছে গুরু গ্রহণ করার আগে কমপক্ষে একবছর ধরে তথাঁর কাছ থেকে শ্রবণ করা উচিৎ। আর তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে "হ্যা, ইনি এমনই একজন গুরু যিনি আমাকে শিক্ষা দিতে পারেন।" তখন মন থেকেই গুরু হিসেবে গ্রহণ করা যায়। ঝোঁকের বশে গ্রহণ করবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১.১৬.২৫ -- হাওয়াই, জানুয়ারী ২১, ১৯৭৪

নিজের গুরুদেবকে ত্যাগ করার মত চরম দুর্দশায় কাউকেই যেন পড়তে না হয়।

শাস্ত্রে উলে- খ আছে যে গুরু এবং শিষ্য একে অপরকে গ্রহণ করার পূর্বে যেন কঠোরভাবে যাচাই করে। যেখানে সাধারণ গৃহস্থলীয় জিনিস নেওয়ার আগেও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় সেখানে একজন সদ্গুরু, যিনি সকল জীবাত্মাদের পরম বন্ধু, তাঁকে বাছাইয়ের সময় কোন ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা সত্যিই এক দুর্ভাগ্যবান মূর্খের কাজ। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে যে নিজের গুরুদেবকে ত্যাগ করার মত চরম দুর্দশায় কাউকেই যেন পড়তে না হয়। বিচক্ষণেরা এরকম পরিস্থিতিতে পড়বে না।

হরিনাম চিন্তামণি ৬

কোন সামাজিক রীতি-নীতির আবেগে এসে দীক্ষাগুরু নির্ণয় করা উচিৎ নয়।

কোন আন্তরিক ভক্তের উচিৎ শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সদ্গুরু নির্ণয় করা। শ্রীল জীব গোস্বামী বংশানুক্রমিকভাবে বা সামাজিক প্রথার বশবর্তী হয়ে কুলগুরু গ্রহণ না করতে উপদেশ দিচ্ছেন। পারমার্থিক জীবনে যথার্থভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য সদ্গুরুর অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত আদি ১.৩৫

নিজস্ব বুদ্ধিমত্তার জোরে সঠিক নির্ণয় করা..

দীক্ষাপ্রার্থীর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে কোন একজন বৈষ্ণবকে দীক্ষাগুরু হিসেবে নির্ণয় করা সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন দীক্ষাগুররুর প্রতি এবং তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে যখন কোন দীক্ষাপ্রার্থীর দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাবে তখনই তার দীক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। যেকোন একজন ভক্তের আধ্যাত্মিক স্তর সম্বন্ধে সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের প্রামাণিক তথ্যসূত্রগুলো প্রয়োগ করা উচিৎ। ইসকনের একজন গুরুদেব হওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমতির অর্থ হচ্ছে যে তিনি ইসকন আইন ও বিধিমালাতে যে সব নির্দেশনা দেওয়া আছে সেসব তিনি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন এবং কিছু জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবদের বিচারে ইসকন আইন ও বিধিমালার মানদণ্ড অনুযায়ী সেই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু এই ধরণের অনুমোদনকে সেই অনুমতিপ্রাপ্ত গুরুদেবের ভগবৎ-উপলব্ধির স্তর হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না আর এই অনুমতি একজন দীক্ষাপ্রার্থীর বিচক্ষণ নির্ণয় ক্ষমতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্যেও নয়।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৭.২ দীক্ষাপ্রার্থীদের দায়িত্ব

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ৬ গুরু নির্ণয়

সদ্‌গুরুর যোগ্যতা

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়ঃ উত্তমম্
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।

সুতরাং যথার্থ সুখশান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনও মানুষকেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং দীক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর যোগ্যতা হল এই যে, গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রাদির সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলকেও এই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ়বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার-বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাঁদেরই যথার্থ পারমার্থিক সদ্‌গুরুরূপে বিবেচনা করা উচিৎ।

শ্রীমদ্ভাবগবতম১১.৩.২১

গুরু নির্ণয়

একজন উত্তম অধিকারীকে দীক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কোন শিষ্যকে তৎপর হওয়া উচিৎ।

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস - এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে, কৃষ্ণসেবা ছাড়া অন্য সব বিষয়েই তাঁর বিরক্তি অনুভূত হবে। তিনি কৃষ্ণমনা হবেন, কৃষ্ণমনা হবেন, কৃষ্ণনাম প্রচারের তিনি বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করবেন। তিনি চিন্তা করবেন, বিশ্বময় কিভাবে কৃষ্ণকথা প্রচার করা যায়। সেটাই জীবনের একমাত্র ব্রত। এই লক্ষণযুক্ত ভক্তকেই উত্তম অধিকারীরূপে স্বীকার করতে হবে এবং দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি - প্রভৃতি প্রীতি-বিনিময়ের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গ করতে হবে। বাস্তবিক এই রকম একজন উত্তম অধিকারী বৈষ্ণবকেই গুরুরূপে বরণ করতে হবে। যথাসর্বস্ব তাঁর চরণে নিবেদন করতে হবে। কারণ এটাই শাস্ত্রের নির্দেশ। শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচারীর উচিৎ গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ও ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য গুরুকে নিবেদন করা। ...

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উত্তম অধিকারীর লক্ষণ বর্ণনাকালে বলেছেন, যিনি বিশ্বময় পতিতদের উদ্ধার করতে পারেনন, তিনিই উত্তম অধিকারী।...

....তাই শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এই শে-াকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ভক্তেরা যেন উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ অধিকারীর বিচার করেন। ...উত্তম অধিকার লাভ না হওয়া পর্যন্ত কারও গুরু হওয়া উচিৎ নয়। একজন কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকারীও গুরু হতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যও কনিষ্ঠ বা মধ্যম অধিকার লাভ করবে - তার চেয়ে বেশি সাধনায় উন্নতি করতে পারবে না। তাই পরমার্থী মাত্রই সতর্কতার সঙ্গে গুরুরূপে একমাত্র উত্তম অধিকারীকে বরণ করবেন।

তাৎপর্য, উপদেশামৃতশে-াক ৫

গুরু কি, সেই ব্যাপারে কোন বৃহৎ ব্যাখার প্রয়োজন নেই

গুরু কি, সেই ব্যাপারে কোন বৃহৎ ব্যাখার প্রয়োজন নেই। বৈদিক জ্ঞান তোমাকে সেই ইঙ্গিত দিবে - তদ্-বিজ্ঞানার্থম। যদি তুমি আধ্যাত্মিক জীবনের বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানতে চাও, তদ্-বিজ্ঞানার্থম স গুরু এব অভিগচ্ছেৎ (১.২.১২) তাহলে তোমাকে অবশ্যই গুরুর নিকট যেতে হবে। আর গুরু কে? গুরু হচ্ছেন ভগবানের একনিষ্ঠ সেবক। খুব সহজ।

শ্রীমদ্ভাগবতম্৬.১.২৬-২৭, ফিলাডেলফিয়া,জুলাই ১২, ১৯৭৫

পাঠ ৭ দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ

পাঠের বিষয়সমূহ

কঠোরভাবে দীক্ষাকালীন শপথগুলি পালন করা
দীক্ষাকালীন শপথগুলি পালন করার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ
বাধাসমূহের সমাধান
সংশোধনের জন্য পদক্ষেপ

শ্রীমদ্ভাগবতম ১.১৭.২৪

দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ মেনে চলার গুরুত্ব

আমি তোমাদের সুরক্ষা দিতে পারবো না। সেটা সম্ভব নয়।

এই চারটি বিধিনিষেধ মানা তো খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তোমরা সবাই যদি আন্তরিক হতে চাও তাহলে এই সব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকতে হবে। আর তা না হলে তোমরা নাটক কর আর তোমাদের যা খুশি তাই করতে পারো। আমি তোমাদের সুরক্ষা দিতে পারবো না। সেটা সম্ভব নয়। তোমাদেরকে অবশ্যই এই বিধিনিষেধ, যদি তোমরা আন্তরিক হয়ে থাকো। তারপর দীক্ষা নাও। তা না হলে অভিনয় করো না, অভিনয় করো না। এটাই আমার অনুরোধ।

শ্রীমদ্ভাহগবতম ১.১৬.৩৫ -- হাওয়াই, জানুয়ারী ২৮, ১৯৭৪

তা না হলে তারা আমার শিষ্য নয়

কমপক্ষে ১৬মালা সবসময় জপ করতে হবে আর চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হবে, এটাই আমার নির্দেশ। আমার শিষ্যদেরকে অবশ্যই এই ব্যাপারটি মানতে হবে, আর তা না হলে তারা আমার শিষ্য নয়। স্বর্গে, নরকে, যেখানেই হোক না কেন আমার শিষ্যদেরকে এই নীতিগুলো মানতেই হবে।

রাজা লক্ষ্মীর কাছে পত্র, ১৭ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬

বাধাসমূহের সমাধান

দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ মেনে চলার ক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি মোকাবেলার কিছু উপকারী সমাধান নিচের বক্সটিতে লিখুন।

তপস্যা যা কৃষ্ণভাবনামৃতে আপনার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করে।

যদি তারপরেও তুমি তোমার দীক্ষাগুরুর কাছে দেওয়া প্রতিজ্ঞাসমূহ পালনে ব্যর্থ হও, তাহলে নিজেকে আর ভক্ত ও শিষ্য ভেবে লাভ কি? এটা তো শুধু ভান করা। তোমাদেরকে এরকম করে ভাবতে হবে, আমি আমার দীক্ষাগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এখন আমাকে কোন ব্যতিক্রম না করে যেভাবেই হোক পালন করতেই হবে, তা না হলে আমি ওনার শিষ্য হিসেবে পরিচয় দিতে পারি না। আর সেটাই হবে তোমার তপস্যা যা কৃষ্ণভাবনামৃতে তোমার অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করবে। তপস্যা ব্যতীত আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কথা চিন্তাও করা যায় না। আর যদি তারপরেও জড়জাগতিক প্রকৃতিকে এতই বেশি আকর্ষণীয় মনে হয় যে কোন কিছুই আর ত্যাগ স্বীকার করতে পারো না, তাহলে পুরো জিনিসটি বাদ দিয়ে যা মন চায়, তাই করো। কিন্তু যদি কৃষ্ণের ভক্ত পরিচয় দিতে চাও আর তাঁর সেবা করতে চাও তাহলে তোমাকে এই চারটি প্রাথমিক বিধিনিষেধকে যেকোন অবস্থায়, যেকোন পরিস্থিতিতে মানতেই হবে। অবশ্যই একবার দুইবার কৃষ্ণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কিন্তু এর বেশি হলে কৃষ্ণের জন্য ক্ষমা করাটা কষ্টকর হয়ে উঠবে আর তখন তোমার এত সময় শক্তি ব্যয় করেও সবকিছু হারানোর বিরাট ঝুঁকিতে পড়বে।

সঙ্কর্ষণের কাছে পত্র, বম্বে ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

অবজ্ঞা করার অর্থ হচ্ছে গুরুদেবের সাথে সম্পর্কের ছিন্ন করা

যতক্ষণ না পর্যন্ত গুরুদেবের সব শিষ্য ভগবদ্ধামে ফেরত যেতে পারছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুদেবকে এই জড়জগতে থেকে যেতে হয় কিনা, সেই বিষয়ে তুমি জানতে চেয়েছো। হ্যা, এটা সত্যি। তাই সব শিষ্যদের এই ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিৎ যেন তারা এমন কোন অপরাধ না করে যা তাদের ভগবদ্ধামে ফেরত যেতে বাধা সৃষ্টি করবে আর যার ফলে তাকে উদ্ধার করার জন্য তার গুরুদেবকে আবারও অবতীর্ণ হতে হবে। এই ধরণের চিন্তাভাবনা গুরুদেবের প্রতি অপরাধজনক। দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ হচ্ছে গুরুদেবের আদেশকে অবজ্ঞা করা। দীক্ষার সময়ে যেসব নির্দেশাবলী গুরুদেব দেন সেগুলো খুব কঠোরভাবে পালন করা উচিৎ। আর সেটাই একজনকে আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে সহায়ক হবে। কিন্তু কেই যদি জেনে শুনেও গুরুদেবের সেই নির্দেশগুলি পালন না করে তাহলে প্রথম থেকেই তার অগ্রগতি ব্যহত হবে। এই অবজ্ঞা করার অর্থ হচ্ছে গুরুদেবের সাথে সম্পর্কে ছিন্ন করা। আর যারা এইভাবে অবজ্ঞাভরে গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তারা জন্ম-জন্মান্তর ধরে গুরুদেবের সাহায্যের কথা ভাবতেই পারে না। আমি আশা করি তোমার প্রশ্নের জবাবে যথেষ্ট পরিস্কার ব্যাখা পেয়েছো।

জয়পতাকার কাছে পত্র, লস এঞ্জেলস্, ১১জুলাই, ১৯৬৯

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ৭ দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ

এটার উপর আমি যদি জল ঢালি, তাহলে এটাকে প্রজ্জ্বলিত করতে কষ্ট হবে...

অবশ্যই এই হরিনাম জপ করলে তোমরা শুদ্ধ হয়ে যাবে। সেটাই সুন্দর। কিন্তু এখন মনে কর আমি শুকনো জ্বালানী কাঠের উপর একটি আগুন জ্বালালাম। যদি কাঠগুলো শুকনো থাকে তাহলে খুব সুন্দর একটি আগুন ধরবে। কিন্তু যদি আমি এটার উপর জল ঢেলে দেই, তাহলে এটাকে প্রজ্জ্বলিত করতে কষ্ট হবে। ঠিক সেইভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতের আগুন আপনিই জলতে থাকবে এবং যদি আমরা তার উপর জল ঢেলে না দেই তাহলে আসলেই সেটা খুব ভালোভাবে জ্বলতে থাকবে। কৃষ্ণভাবনামৃত বা হরিনাম তাঁর কাজ করতে থাকবে যদি না আমরা স্বেচ্ছায় কোন অপরাধ না করি। আর যদি এইভাবেই জল ঢালতে থাকো, তাহলে...একজন ঔষধ-সেবনরত রোগী যেমন সবরকমের অনিয়মতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড করতে থাকে, তখন তার রোগ কোন অবস্থাতেই সাড়বে না, আর যদি সাড়েও তাহলে অনেক অনেক সময় লাগবে। তো আমরা যেন এই রকম দায়িত্বহীন না হই কারণ জীবনের আয়ু অনেক কম।

দীক্ষার সময়ে প্রবচন, স্যান ফ্র্যানসিস্কো, ১০মার্চ, ১৯৬৮

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শুধুমাত্র একটি শর্তে সবধরণের পতিতদেরকে গ্রহণ করেন

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন সুদর্শন চক্রকে আহ্বান করলেন এবং নিত্যানন্দ প্রভু যখন তাঁকে অনুনয় করতে লাগলেন এই দুই ভাইকে ক্ষমা করার জন্য, তখন জগাই এবং মাধাই উভয়েই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পায়ে পড়ে তাদের অশ-ীল ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। নিত্যানন্দ প্রভুও মহাপ্রভুকে অনুরোধ করতে লাগলেন তাদের অপরাধ ক্ষমা করে তাদের তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিতে। একটি শর্তে মহাপ্রভু তাদের ক্ষমা করতে রাজী হলেন যে, এখন থেকে তারা যেন সব রকমের পাপ-কর্ম বর্জন করে। জগাই এবং মাধাই উভয়েই সমস্ত প্রকার পাপ-কর্ম বর্জন করতে অঙ্গীকার করল এবং পরম দয়ালু ভগবান তাদের তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিলেন। এটিই হচ্ছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ করুণা। এই যুগে কেউ বলতে পারে না যে, সে পাপমুক্ত। কারুর পক্ষেই তা বলা সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সব রকম পাপীদের কেবল মাত্র একটি শর্তে উদ্ধার করেন, এবং তা হচ্ছে সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার পর তারা যেন আর কোন পাপে লিপ্ত না হয়। ... এই কলিযুগে প্রায় প্রতিটি মানুষই জগাই এবং মাধাইয়ের মতো পাপী। তারা যদি তাদের পাপ-কর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে চায়, তা হলে অবশ্যই তাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, এবং দীক্ষা গ্রহণের পর শাস্ত্রে যে সমস্ত কর্ম নিষেধ করা হয়েছে, সেই সমস্ত কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতমের ভূমিকা

ভক্তের হৃদয়ে শুদ্ধতার প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই অবস্থান করছে

উন্নত স্তর থেকে ভ্রষ্ট হলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার বিধান বেদে আছে। কিন্তু এখানে সে রকম প্রায়শ্চিত্ত করার কোন বিধান দেওয়া হয়নি, কারণ নিরন্তর পরম পুরুষোত্তম ভগবানের চিন্তা করার ফলে ভক্তের হৃদয় আপনা থেকেই নির্মল হয়ে যায়। তাই, নিরন্তর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে কীর্তন করা উচিৎ। তার ফলে ভক্ত সব রকম আকস্মিক পতন থেকে রক্ষা পান। এভাবেই তিনি সব রকম জড় কলুষ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকেন।

ভগবদ্গীতা ৯.৩১

তখন তুমি ভক্ত হওয়া তো দূরের কথা, ভদ্রলোকও নও।

হৃদয়ানন্দ: (অনুবাদের পর) উনি জানতে চাচ্ছে গুরুদেবকে অবজ্ঞা করাই সবচেয়ে গুরুতর অপরাধ কিনা?

প্রভুপাদ: হ্যা, সেটাই প্রথম অপরাধ। গুরোর অবজ্ঞা, শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দনম্, শ্রুতি-শাস্ত্র-নিন্দনম্ গুরোর অবজ্ঞা। যদি তুমি কাউকে গুরু হিসেবে গ্রহণ করে তারপর তাঁকে অবজ্ঞা করা, তখন তোমার অবস্থান কি হবে? তুমি ভদ্রলোকও নও। তুমি গুরুর সামনে, কৃষ্ণের সামনে, অগ্নিকে সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করছো যে "আমি আপনার আদেশ মানবো, আমি তা পালন করবো।" তারপর তুমি আবার সেটা করছো না! তখন তুমি ভক্ত হওয়া তো দূরের কথা, ভদ্রলোকও নও।

প্রবচন, ভগবদ্গীতা ২.১১ মেক্সিকো, ফেব্রুয়ারী ১১, ১৯৭৫

তৃতীয় অধ্যায়
গুরু-সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদন করা

পাঠ - ৮ **গুরু-পূজা**

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাত্যহিক আরাধনা
গুরু-পূজার গুরুত্ব
ইসকন আচার্যবর্গের আনুষ্ঠানিক আরাধনা
ব্যাস-পূজা

পাঠ - ৯ **গুরু-সেবা**

শিষ্যের যোগ্যতা
গুরু-সেবা এবং ইসকনের প্রতি সেবা
সমতুল্যভাবে দায়িত্ব পালন করা

পাঠ - ১০ **গুরু-বপু এবং বাণী-সেবা**

গুরু বপু এবং বাণী-সেবার পদ্ধতি
গুরু-বপু সেবার গুরুত্ব
গুরুর উপস্থিতিতে সঠিক আচরণ করা
গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাসু হওয়া
গুরু-বাণী সেবার গুরুত্ব

পাঠ - ১১ **গুরু-ত্যাগ**

গুরু-ত্যাগ করার বিধি এবং প্রণালী
গুরুদেবের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করা
পুনরায় দীক্ষা
ইসকনে থেকে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করতে থাকা

পাঠ ৮ গুরু-পূজা

পাঠের বিষয়সমূহ

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাত্যহিক আরাধনা
গুরু-পূজার গুরুত্ব
ইসকন আচার্যবর্গের আনুষ্ঠানিক আরাধনা
ব্যাস-পূজা

গুরু-পূজার গুরুত্ব

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ

তিনি ভগবানের একান্ত প্রেষ্ঠ, নিখিলশাস্ত্র যাঁকে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অভিন্ন বিগ্রহরূপে কীর্তন করেছেন এবং সাধুগণও যাঁকে সেইরূপেই চিন্তা করেন...

শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টকম্ শে-ক ৭

আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ।।

মহাদেব পার্বতীকে বললেন, 'হে দেবী অন্যান্য দেবতার আরাধনা অপেক্ষা বিষ্ণুর আরাধনা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণুর আরাধনা থেকেও তাঁর ভক্তের পূজা করা শ্রেষ্ঠ।'

পদ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ১১.৩১

যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "হে পার্থ, যারা কেবল আমারই ভক্ত, তারা বস্তুতঃ আমার ভক্ত নয়; কিন্তু যারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁদেরই 'উত্তম ভক্ত' বলে জেনো।"

আদি পুরাণ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ১১.২৮

এটা আত্ম গৌরবর্ধন নয়; এটাই আসল শিক্ষা..

তো আমরা যে আজকে গুরু-পূজা করছি, সেটা আত্ম গৌরবর্ধন নয়; এটাই আসল শিক্ষা। তোমরা যেটা প্রতিদিন গেয়ে থাকো, সেটা কি? গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা..ব্যস এটাই অনুবাদ। আমি তোমাদেরকে খোলাখুলিভাবে বলছি আমি আমার গুরুদেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি বলেই শুধু আমাদের এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সাফল্য এসেছে। তোমরাও সেটা করতে থাকো, সবধরণের সাফল্য এসে যাবে।

আগমনী প্রবচন, নিউ ইয়র্ক, জুলাই ৯, ১৯৭৬

প্রাত্যহিক গুরু-পূজার কিছু সুবিধার কথা নিচে লিখুন।

ইসকন আচার্যবর্গের আনুষ্ঠানিক আরাধনা

প্রণাম মন্ত্র

প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সকল প্র-শিষ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিষ্যদেরকে তাদের দীক্ষা-গুরুর প্রণাম মন্ত্র স্তব করার পর অন্ততপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের প্রথম অংশটুকু স্তব করা উচিৎ।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৭.২.১

আরতি নিবেদন

মন্দির অথবা মন্দিরের কোন অনুষ্ঠানের জন্য মন্দিরের আসনে রাখার বদলে পূজারী আরতির পাত্রে বা টেবিলে তার দীক্ষাগুরুর চিত্রপট রাখতে পারে, কিন্তু সেই গুরুদেব অবশ্যই ইসকন অনুমোদিত হতে হবে এবং তিনি ভাল আধ্যাত্মিক অবস্থায় রয়েছেন। দীক্ষাগুরুর চিত্রপটটি অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদের চিত্রপট থেকে ছোট হতে হবে এবং আরতির পরে সরিয়ে নিতে হবে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮.৩.ক

গুরু-পূজা(বর্তমান ইসকন আচার্যবর্গদের জন্য)

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত অন্যান্য ইসকন দীক্ষাগুরুর শিষ্যরা নাটমন্দিরের বাইরে তাদের গুরুদেবের উদ্দেশ্যে গুরু-পূজা করতে পারে। মন্দির কর্তৃপক্ষ অবশ্যই এই শিষ্যদের আরাধনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮.১.১

সীমিত উপাধি

ইসকনের কাউকেই প্রকাশ্যে "কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি" সম্মানীত উপাধিতে সম্বোধন করা যাবে না। প্রকাশ্যে বা একান্তেও কাউকে এমন কোন সম্মানজনক উপাধি দ্বারা সম্বোধন করা যাবে না যা "-দেব" বা "-পাদ" - এ শেষ হয়। শিষ্যরা তাদের ইসকন দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরুদের গুরুদেব বা গুরু-মহারাজ বলে সম্বোধন করতে পারে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮.

বৈষ্ণবদের স্বাগতম জানানো

দীক্ষাগুরু সহ অন্যান্য জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবদেরকে স্বাগতম জানানোর ব্যাপারটি সাধারণ হওয়া উচিৎ। যেমন, তাঁদেরকে সম্মানজনক আসন প্রদান করা, প্রসাদ ও কিছু পানীয় নিবেদন করা, মালা প্রদান করা এবং কীর্তন করা।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮.২

ব্যাস-পূজা

ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের কিছু অভিজ্ঞতা নিচে লিখুন:

Vyasa-puja for ISKCON Current Dékñä and Çikñä Gurus

শ্রীল প্রভুপাদের উপর এবং তাঁর সাথে প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ সম্পর্কের উপর আরও গভীরভাবে মনযোগ দেওয়ার জন্য একজন ইসকন শিক্ষা বা দীক্ষাগুরু বছরে একবার তাঁর ব্যাসপূজায় ইসকনের কোন মন্দিরে সর্বজনীন গুরু-পূজা (আরতি এবং/অথবা পাদ-প্রক্ষালন) গ্রহণ করতে পারেন। এই অনুষ্ঠানটি নাটমন্দিরে অনুষ্ঠিত হতে পারে। ইসকন সদস্যরা যারা ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানটি আয়োজন করবেন তাদেরকে অবশ্যই এটি খেয়াল রাখতে হবে যে শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানের থেকেও যেন স্বাড়ম্বর না হয়ে যায়। সামগ্রিকভাবে ভক্তরা তাদের নিজস্ব এলাকায় এই ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানগুলি পালন করবে। আর ব্যাসপূজা বই শুধুমাত্র শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা অনুষ্ঠানেই প্রকাশ করা হবে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮.১

শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা ও তিরোভাব তিথি

ইসকন সদস্যরা শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাসপূজা (ও তিরোভাব তিথি)-কেই ইসকনের প্রধানতম ব্যাসপূজা (ও তিরোভাব তিথি) হিসেবে উদ্‌যাপন করবে। সকল ইসকন সদস্যদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে একটি ব্যাস-পূজা শ্রদ্ধাঞ্জলী লিখার জন্য অনুরোধ করা হল।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ৮ গুরু পূজা

গুরুদেবের চিত্রপটকে সম্মান জানানো

আমার চিত্রপট এবং আমার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই আমাদেরকে ঠিক একই সম্মান এবং মনোভাবের সহিত চিত্রপটগুলো রাখা উচিৎ। চিত্রপট যেখানে সেখানে ফেলে রাখলে অপরাধ হবে। আধ্যাত্মিক জগতে একজন ব্যক্তির নাম এবং চিত্রপট ঠিক সেই ব্যক্তির মতোই দেখা হয়।

যদুরাণীর কাছে পত্র, নববৃন্দাবন, ৪,সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিকে ব্যাস-পূজা হিসেবে পালন করা উচিৎ

গুরুপরম্পরার মাধ্যমে হাতে হাতে এই পরিপক্ব ফলটি হস্তান্তর হয় আর শ্রীল ব্যাসদেব থেকে প্রবাহিত গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারায় যিনি এই কাজটি করে থাকেন তাঁকে শ্রীল ব্যাসদেবের প্রতিনিধি হিসেবে ধরা হয়। আর তাঁই একজন সদ্‌গুরুর আবির্ভাব তিথিকে ব্যাসপূজা হিসেবে পালন করা উচিৎ। শুধু তাই নয়, গুরুদেব যেই সুউচ্চ আসনে বসেন সেই আসনটিকে ব্যাসাসন বলা হয়।

বলি-মর্দনের কাছে পত্র, টোকিয়ো, ২৫ আগস্ট, ১৯৭০

একটা রত্ন বা অনুদানের কোন অংশে ভিসেরয় হাত পর্যন্ত দিতে পারবে না..

তো এই ব্যাসপূজার অর্থ হচ্ছে বছরে একদিন, গুরুদেবের আবির্ভাব তিথিতে ওনাকে সম্মান জানানো হয় কারণ তিনি ব্যাসদেবের প্রতিনিধি হয়ে গুরু-পরম্পরা ধারায় প্রবাহিত সেই একই জ্ঞানকে অপরিবর্তিতভাবে সবার কাছে প্রদান করছেন। এটাই ব্যাস-পূজা। আর গুরুদেবে সমস্ত সম্মান, সমস্ত প্রণামী পরমেশ্বর ভগবানের পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন, নিজের জন্যে নয়। যেমন আমাদের দেশে ব্রিটিশ শাসনামলের সময় একজন ভিসেরয় বা রাজপ্রতিনিধি ছিল। তো স্বাভাবিকভাবেই যখন ভিসেরয় কোন অনুষ্ঠান বা সভায় যেতেন লোকেরা তখন তাকে সম্মান জানাতে অনেক ধরণের মূল্যবান বস্তু প্রদান করতেন। কিন্তু আইন এমন ছিল যে একটা রত্ন বা অনুদানের কোন অংশে ভিসেরয় হাত পর্যন্ত দিতে পারবে না। সবকিছুই রাজকোষে জমা হচ্ছিল। ভিসেরয় রাজার হয়ে সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করতে পারে কিন্তু সমস্তই রাজার কাছে যাবে। তদ্রুপভাবে, আজকে, ব্যাসপূজার দিবসে যতরকম সম্মান, প্রণামী এবং অনুভূতি গুরুদেবের কাছে নিবেদন করা হয় তা সমস্তই নিচ থেকে উপরে পৌছে দেওয়া হবে ঠিক যেভাবে এই দিব্য জ্ঞান উপর থেকে নিচে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। সেটাই পদ্ধতি। যেহেতু গুরুদেব তাঁর শিষ্যের শিক্ষক তাই তিনি শিষ্যকে তাঁর সম্মান ও প্রণামী ভগবানের কাছে পৌছে দেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা দেন। এটাই ব্যাস-পূজা।

শ্রীব্যাস-পূজা, নববৃন্দাবন, সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭২

শ্রীব্যাস-পূজার মাহাত্ম্য

এখানেই ব্যাসপূজার মাহাত্ম্য লুকিয়ে আছে। আমরা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য লীলার কথা চিন্তা করিতখন খুব গর্বিত বোধ করি কারণ আমরা তাঁর নিত্য সেবক, আর তারপর আনন্দে নাচতে শুরু করি। আমার মহান গুরুদেবের জয় হোক, কারণ তিনি অহৈতুকী কৃপা করে আমাদের চেতনার মধ্যে এই নিত্য অস্তিত্বের ভাব সঞ্চার করেছেন। আসুন আমরা সবাই তাঁর শ্রীচরণকমলে প্রণতি নিবেদন করি।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী, বম্বে, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫

পাঠ৯ গুরু-সেবা

পাঠের বিষয়

শিষ্যের যোগ্যতা
গুরু-সেবা এবং ইসকনের প্রতি সেবা
সমতুল্যভাবে দায়িত্ব পালন করা

গুরু-সেবা এবং ইসকনের প্রতি সেবা

নিচের টেবিলে লিখুন:

কি কি উপায়ে আমরা আমাদের গুরুদেবের সেবা করতে পারি?	কি কি উপায়ে আমরা ইসকনের প্রচারে সেবা করে ভূমিকা রাখতে পারি?

গুরু-সেবা ও ইসকনের প্রচারের সেবার মধ্যে একটি সমানুপাতিক পদ্ধতির গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করুন।

সমতুল্যভাবে দায়িত্ব পালন করা

গুরুদেবের প্রতি দায়িত্ব ছাড়াও আমার জীবনে আর কি কি দায়িত্ব রয়েছে তা তালিকাভুক্ত করুন।

সমতুল্যভাবে গুরুদেব ও অন্যদের প্রতি দায়িত্ব পালনে বাধা-বিপত্তিগুলোর কিছু সমাধানের ধারণা দিন।

শিষ্যের কর্তব্য সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা..

পৃথিবীতে আছে যদি নগরাদি গ্রাম
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম

(শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, অন্ত্য-খণ্ড ৪.১২৬)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে যে, পৃথিবীর প্রতিটি নগরে ও গ্রামে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা। তার ফলে মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হবেন। নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিসাধনের জন্য যা ইচ্ছা তাই করা উচিৎ নয়। এই আদেশ গুরু-পরম্পরার ধারায় আমরা প্রাপ্ত হয়েছি, এবং গুরুদেব তাঁর শিষ্যকে এই আদেশই দান করেন যাতে সে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করতে পারে। তাই প্রতিটি শিষ্যের কর্তব্য সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে সারা পৃথিবী জুড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করা।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ১৬.৬৪

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ

সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর। তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্ঠা পুরুষেরা তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।

পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার জন্য কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা গুরুদেবের শরণাগত হতে হয়, সুদৃঢ় বিশ্বাসে তাঁর চরণাম্বুজে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং সম্পূর্ণ নিরহঙ্কারী হয়ে ক্রীতদাসের মতো তাঁর সেবা করতে হয়। সদ্‌গুরুর সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি লাভ করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতা যথাযথ ৪.৩৪

আত্মসমর্পণ না করলে কোন উন্নতি হবে না

আমাদের আন্দোলনটাই হচ্ছে আত্মসমর্পণ করে আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করা। আত্মসমর্পণ না করলে কোন উন্নতি হবে না। সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ (ভঃগীঃ ১৮.৬৬)। এটাই শুরু। যদি সেটারই ঘাটতি থাকে তাহলে উন্নতির কথা আর কি বলবো। সেটা ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়ে গেছে। ন সিদ্ধিং স অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরং গতিঃ। এখান থেকেই আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। শব্দটা হচ্ছে শিষ্য। শিষ্যের অর্থ হচ্ছে যে অনুশাসন বা শৃঙ্খলা মেনে চলে। যদি শৃঙ্খলাই না থাকে তাহলে শিষ্য কোথায় থাকছে?

রুমের মধ্যে কথোপকথন,১লা জুলাই ১৯৭৪, মেলবোর্ন

সর্বান্তঃকরণে নেই আদেশ পালন করা ..

অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে গুরুদেবের আদেশ পালন করা অবশ্য কর্তব্য। গুরুদেব বিভিন্ন শিষ্যকে বিভিন্ন নির্দেশ দান করেন। যেমন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীল জীব গোস্বামীকে প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে বৈরাগ্য আচরণ করার নিদের্শ দিয়েছিলেন, ছয় গোস্বামীরা সকলেই অত্যন্ত কঠোরভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করেছিলেন। ভগবদ্ভক্তির মাগেং উন্নতি লাভ করার এটিই হচ্ছে পন্থা। শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে, গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, সর্বান্তঃকরণে নেই আদেশ পালন করা। সেটিই সাফল্য লাভের উপায়।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা ৬.৩১৩

তার ফলে ভক্তিলতা শুকিয়ে যায়।

বিধিনিষেধ পরিত্যাগ করে খেয়াল খুশি মতো জীবন যাপন করাকে মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা ভক্তিলতাকে সমূলে উৎপাটিত করে হৃদয়রূপ উদ্যানকে তচ্‌নছ্ করে। তার ফলে ভক্তিলতা শুকিয়ে যায়। কেউ যখন গুরুদেবের নির্দেশের অবজ্ঞা করে, তখনই বিশেষ করে এই ধরনের অপরাধ হয়। তাকে বলা হয় গুরু-অবজ্ঞা। তাই ভক্তদের সবসময় অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয়, যাতে গুরুদেবের চরণে অপরাধ হয়ে না যায়। কেউ যখন গুরুদেবের নির্দেশের অবজ্ঞা করে, তখন ভক্তিলতার উৎপাটন শুরু হয়, এবং ধীরে ধীরে তার সমস্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

তাৎপর্য, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা ১৯.১৫৬

শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিষ্যের কাছে প্রাণতুল্য..

দীক্ষালাভের পর গুরুদেবের আদেশ প্রাপ্ত হয়ে, শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে অনন্যচিত্ত হয়ে গুরুদেবের সেই আদেশ অথবা উপদেশ সম্বন্ধে চিন্তা করা, এবং কোন কিছুর দ্বারা বিচলিত না হওয়া। এটি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরেরও অভিমত, যিনি ভগবদ্গীতার "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন" (ভগবদ্গীতা ২/৪১) শে-াকটির অর্থ বিশে-ষণ করার সময় বলেছেন যে, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিষ্যের কাছে প্রাণতুল্য। শিষ্যের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, সে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে কি না সেই সম্বন্ধে চিন্তা না করে, কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করা। এইভাবে শিষ্যের কর্তব্য হচ্ছে সর্বদা শ্রীগুরুদেবের আদেশের ধ্যান করা, এবং সেটিই হচ্ছে ধ্যানের পূর্ণতা। তাঁর আদেশের ওপর কেবল ধ্যান করাই নয়, কিভাবে তা পূর্ণরূপে আরাধনা করা যায়, তার উপায় অনুসন্ধান করাও তার কর্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪.২৪.১৫

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ৯ গুরু-সেবা

ডিস্‌সাইপল যা ডিসিপি- ন(শৃঙ্খলা) থেকে উৎপাদিত হয়েছে..

একজন দীক্ষাগুরু গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে একজন মহাত্মার দেওয়া বিধি-নিষেধগুলি স্বেচ্ছায় মেনে চলতে রাজি হওয়া। তো এটাই হচ্ছে শিষ্য যে "যথাজ্ঞা। আপনার আদেশ পালন করবো।" এটা স্বেচ্ছায় বলে গুরুদেবের আদেশ মানা। সংস্কৃত শব্দ "শিষ্য" - এর অর্থ হচ্ছে "যে অনুশাসন মেনে চলে", আর ইংরেজীতে ডিস্‌সাইপল যা ডিসিপি- ন(শৃঙ্খলা) থেকে উৎপাদিত হয়েছে। তো একজন শিষ্য তার গুরুদেব দ্বারা অনুশাসিত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ হচ্ছে। "আমার নিজের আরাম-আয়েশ ভুলেও আমি আমার গুরুদেবের আদেশ পালন করবো।"

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌৫.৫.১-এর উপর প্রবচন, টিটেনহার্ষ্ট, লন্ডন, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

সদ্‌গুরু আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করা..

পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সব চাইতে সহজ পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরু আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সর্বান্তঃকরণে তাঁর সেবা করা। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। যে-সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর গুর্ব্বষ্টকমে বলেছেন, "যস্য প্রসাদাদ্‌ ভগবৎপ্রসাদঃ" - গুরুদেবের সেবা করার ফলে, অথবা গুরুদেবের কৃপা লাভ করার ফলে , পরমেশ্বর ভগবানের কৃপা লাভ হয়। তাঁর পতি কর্দম মুনির সেবা করার ফলে, দেবহূতি তাঁর সিদ্ধির অংশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তেমনই ঐকান্তিক শিষ্য সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারাই কেবল ভগবানের এবং গুরুদেবের কৃপা একসঙ্গে লাভ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ৩.২৩.৭

ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করে...

শিষ্য যদি ঐকান্তিকতা সহকারে শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ বাণী বা বপুর দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার একমাত্র রহস্য। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে যুক্ত থেকে এবং সেই সঙ্গে বৃন্দাবনের কোন কুঞ্জে ভগবানকে দর্শন করার জন্য আকুল হওয়ার পরিবর্তে, যদি কেবল শ্রীগুরুদেবের বাণীর অনুসরণ করা যায়, তা হলে অনায়াসে ভগবানকে দর্শন করা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্‌ ৪.২৮.৫১

আমার প্রচারকার্যে যখন তুমি সাহায্য করবে...তখনই তুমি অনুভব করবে যে সেটাই প্রকৃত সঙ্গ।

তুমি লিখেছো যে আবার আমার সান্নিধ্যে আসার, আমার সঙ্গ করার প্রবল বাসনা হচ্ছে তোমার, কিন্তু তুমি কেন ভুলে যাও যে তুমি সর্বদাই আমার সান্নিধ্যে আছো? আমার প্রচারকার্যে যখন তুমি সাহায্য করবে, আমি সবসময় তোমার কথা চিন্তা করবো, আর তুমিও আমার কথা সবসময় চিন্তা করবে আর তখনই তুমি অনুভব করবে যে সেটাই প্রকৃত সঙ্গ।

গোবিন্দের কাছে পত্র, লস এঞ্জেলস্‌, ১৭আগস্ট, ১৯৬৯

আমার গুরুমহারাজ যেমন আমার সাথে আছেন ঠিক তেমনি আমিও তোমাদের সাথে আছি।

তাঁর ঐকান্তিক শিষ্যেরা যেখানে তাঁর আদেশ পালন করার চেষ্টা, সেখানেই গুরুদেব উপস্থিত থাকেন। এটা শ্রীকৃষ্ণের কৃপার বলেই সম্ভব হয়েছে। আমাকে সেবা করার প্রচেষ্টার মধ্যে আর তোমাদের সকল ঐকান্তিক ভক্তিমূলক আবেগে আমার গুরুমহারাজ যেমন আমার সাথে আছেন ঠিক তেমনি আমিও তোমাদের সাথে আছি।

ভক্ত ডনের কাছে পত্র, লস এঞ্জেলস্‌, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

পাঠ ১০ গুরু-বপু এবং বাণী-সেবা

পাঠের বিষয়সমূহঃ

গুরু বপু এবং বাণী-সেবার পদ্ধতি
গুরু-বপু সেবার গুরুত্ব
গুরুর উপস্থিতিতে সঠিক আচরণ করা
গুরুদেবের কাছে জিজ্ঞাসু হওয়া
গুরু-বাণী সেবার গুরুত্ব

বপু
(প্রাকৃতিক শরীর)

বাণী
(নির্দেশাবলী)

সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ সর্ব শাস্ত্রে কয়
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয়
সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে এক নিমেষের জন্য শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হলে সর্বসিদ্ধি হয়

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা ২২.৫৪

গুরুর উপস্থিতিতে সঠিক আচরণ করা

হরি-ভক্তি-বিলাস থেকে উদ্ধৃত শিষ্যদের সদাচারের নিয়মাবলী

গুরুদেবকে দর্শন করা মাত্রই একটি নির্মূল করা বৃক্ষের মত দণ্ডবৎ করা উচিৎ।
গুরুদেব যখন সামনে আসবেন তখন তাঁর সম্মুখীন হওয়া উচিৎ এবং যখন তিনি প্রস্থান করবেন, তাঁর অনুসরণ করা উচিৎ।
গুরুদেবের অনুমতি ব্যতীত গুরুদেবের সামনে থেকে চলে যাওয়া উচিৎ নয়।
গুরুদেবের নাম অন্যমনস্ক হয়ে না নিয়ে সবসময় শ্রদ্ধার সাথে নেওয়া উচিৎ।
গুরুদেবের চলনভঙ্গি, কার্যকলাপ এবং তাঁর ধ্বনির নকল করা উচিৎ নয়।
গুরুদেবের বাণীকে সবসময় সম্মানের সাথে গ্রহণ করে হৃদয়ে ধারণ করা উচিৎ।
গুরুদেব কঠোরভাবে তিরস্কার করলেও কখনই তা কঠোরভাবে গ্রহণ করা উচিৎ নয়।
গুরু, শাস্ত্র ও কৃষ্ণের নিন্দা কখনই সহ্য করা উচিৎ নয়, এবং সেই স্থান অতিসত্তর ত্যাগ করা উচিৎ।
গুরুদেবের মালা, বিছানা, পাদুকা, আসন ছায়া অথবা তাঁর টেবিলে পা রাখা উচিৎ নয়।
গুরুদেবের সামনে পা ছড়ানো, হাঁই তোলা, হাসা বা অপ্রীতিকর কোন আওয়াজ করা উচিৎ নয়।
দীক্ষাগুরুর সামনে অন্য কারও পক্ষপাতপূর্ণ ভজনা করা উচিৎ নয়।
গুরুদেবের সামনে দীক্ষা, শাস্ত্রীয় ব্যাখা বা কোন ধরনের শ্রেষ্ঠতা দেখানো উচিৎ নয়।
গুরুদেবকে কখনই আদেশ করা উচিৎ নয়, বরং সবসময় তাঁর আদেশ পালন করা উচিৎ।
গুরুদেবের গুরুদেবকেও সেই একই ধরনের সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ।
গুরুদেবের সহধার্মিনী, পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের গুরুদেবের মতই সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ কিন্তু তাঁর পুত্রের গাত্র-মর্দন, পাদ-প্রক্ষালন বা উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করা উচিৎ নয়।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস থেকে উদ্ধৃত সদ্-শিষ্যের যোগ্যতা, পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীগুরুদেবের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা..

গুরুশুশ্রূষা পদটির অর্থ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা, অর্থাৎ তাঁকে স্নান করতে, বস্ত্র পরিধান করতে, আহার করতে, নিদ্র যেতে, এবং তাঁর অন্যান্য কার্যে সাহায্য করা উচিৎ। একে বলা হয় গুরুশুশ্রূষণম্। শিষ্যের কর্তব্য ভৃত্যের মত শ্রীগুরুদেবের সেবা করা এবং তার কাছে যা কিছু আছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭.৭.৩০-৩১

বজ্রের মতো কঠোর.. কুসুমের মতো কোমল

আচার্য অথবা বৈষ্ণব মহাজন অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে তাঁর নীতি অনুসরণ করেন। কিন্তু যদিও তিনি বজ্রের মতো কঠোর, তবুও কখনও কখনও তিনি কুসুমের মতো কোমল। প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বতন্ত্র।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ৭.৫৫

শ্রেয়স্তু গুরুবাদ-বৃত্তির্নিত্যমেব সমাচরেৎ
গুরুপুত্রেষু দারেষুগুরোশ্চৈব স্ববন্ধুষু

গুরুদেবের সহধার্মিনী, পুত্র এবং আত্মীয়-স্বজনদের গুরুদেবের মতই সম্মান প্রদর্শন করা উচিৎ।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস থেকে উদ্ধৃত সদ্-শিষ্যের যোগ্যতা, প্রথম বিলাস, শে-াক-৮৪, পঞ্চরাত্র প্রদীপ

শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে..

কেউ যদি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীরামচন্দ্রকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। তেমনই ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের আত্মীয়-স্বজনেরা শ্রীগুরুদেবকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে, তার অর্থ এই নয় যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ হয়ে যান। শ্রীগুরুদেব ভগবানেরই সমান, এবং তাই যে ব্যক্তি পারমার্থিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত নিষ্ঠাপরায়ণ, তাঁর অবশ্য কর্তব্য শ্রীগুরুদেবকে এইভাবে শ্রদ্ধা করা। এই উপলব্ধি থেকে যদি স্বল্পমাত্রায়ও বিচ্যুতি ঘটে, তা হলে শিষ্যের বেদ অধ্যয়ন এবং তপস্যার সর্বনাশ হতে পারে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭.১৫.২৭

গুরুদেবের গুরুভ্রাতাদের গুরুদেবের মতোই সম্মান করা

অদ্বৈত আচার্য প্রভু এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী, দুজনেই ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরী ছিলেন ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুরও গুরু। এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর খুল- তাতরূপে অদ্বৈত প্রভু সর্বদাই পূজনীয় ছিলেন, কারণ গুরুদেবের গুরুভ্রাতাদের গুরুদেবের মতোই সম্মান করা উচিৎ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদিলীলা ৫.১৪৭

ভক্তের স্বভাব হচ্ছে মর্যাদা রক্ষা করা..

সনাতন যদিও তুমি জগৎপাবন; যদিও তোমার স্পর্শে দেবতা এবং মুনিরাও পবিত্র হয়; তবুও ভক্তের স্বভাব হচ্ছে মর্যাদা রক্ষা করা। মর্যাদা পালন সাধুর অঙ্গের ভূষণ। কেউ যদি মর্যাদা লঙ্ঘন করে তাহলে লোকে উপহাস করে, এবং তার ফলে তার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই নাশ হয়। এইভাবে মর্যাদা রক্ষা করে তুমি আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করলে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, সনাতন গোস্বামীর উদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

গুরুর কাছে জিজ্ঞাসা

উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিৎ নয়..

ভাগবতের শ্রোতারা স্পষ্টভাবে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রবক্তার কাছে প্রশ্ন করতে পারেন, তবে তা কখনই উদ্ধত মনোভাব নিয়ে করা উচিৎ নয়। ভাগবতের বক্তা এবং সেই বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনীতভাবে প্রশ্ন করা কর্তব্য। সেই পন্থা ভগবদ্গীতাতেও নির্দেশিত হয়েছে। যথার্থ তত্ত্বদ্রষ্টার কাছে বিনীতভাবে শ্রবণ করার মাধ্যমে এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভ করতে হয়। তাই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা গভীর শ্রদ্ধাসহকারে বক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীকে সম্বোধন করেছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১.১.৫

প্রশ্ন সব সময় পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় হওয়া উচিৎ..

পরমার্থীকে জিজ্ঞাসু হতে হবে, অর্থাৎ সাগ্রহে পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সদ্গুরুর কাছে অনুসন্ধান করতে হবে। শাস্ত্রে আছে, প্রশ্ন সব সময় পরাবিদ্যা সম্বন্ধীয় হওয়া উচিৎ (জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্)। উত্তমম্শব্দ ব্যবহার হচ্ছে কারণ সেই বিদ্যা জড়াতীত। 'তম' মানে হচ্ছে অন্ধকার বা অবিদ্যা এবং 'উৎ' মানে অতীত। সাধারণ মানুষ মাত্রেই জড় বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু জড় বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে যখন তারা পরমার্থমুখী হবে, তখনই তারা দীক্ষা লাভ করতে পারবে।

উপদেশামৃত শে-াক ৫

গুরু-বাণী সেবার গুরুত্ব

বাণী নিত্য বর্তমান..

যদিও জাগতিক দৃষ্টিতে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বর মাসেসর শেষ দিন এই জড়জগত থেকে অপ্রকট হয়েছেন, তবুও আমি মনে করি যে তাঁর বাণীর মাধ্যমে তিনি সবসময় আমার কাছে উপস্থিত রয়েছেন। সঙ্গ দুই প্রকার - বাণীর মাধ্যমে এবং বপুর মাধ্যমে। বাণী মানে নির্দেশ, এবং বপু মানে দৈহিত উপস্থিতি। দৈহিক উপস্থিতি কখনও প্রকট এবং কখনও অপ্রকট, কিন্তু বাণী নিত্য বর্তমান। তাই দৈহিক উপস্থিতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর না করে বাণীর যথাযথ সদ্-ব্যবহার করা আমাদের কর্তব্য। যেমন - শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শ্রীকৃষ্ণের বাণী। শ্রীকৃষ্ণ যদিও পাঁচ-হাজার বছর আগে এখানে উপস্থিত ছিলেন এবং বর্তমানে জড়-জাগতিক দৃষ্টি ভঙ্গিতে তিনি তাঁর বপুর মাধ্যমে উপস্থিত নেই, কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা রয়েছে।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্যলীলা, পরিশিষ্ঠ

বপু'র থেকে বাণী বেশি গুরুত্বপূর্ণ

গুরুর শিক্ষার প্রচার করাটা গুরুর মূর্তি অর্চনা করা থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু দুটোর কোনটাকেই অবহেলা করা উচিৎ নয়। গুরুর দেহকে বপু বলা হয় আর তাঁর শিক্ষাকে বাণী বলা হয়। দুইয়েরই ভজনা করা উচিৎ। বপু'র থেকে বাণী বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

তুষ্ট-কৃষ্ণের কাছে পত্র, আহ্মেদাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২

রাজার কোলে যে ছাড়পোকা বসে আছে..

যাহোক, যদি গুরুর ব্যক্তিগত সঙ্গের কথাই বলতে হয়, তখন দেখা যাবে যে আমি আমার গুরুমহারাজের সাথে ৪-৫বার সাক্ষাৎ করেছি, কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যেও তাঁর সঙ্গ ছাড়িনি। যেহেতু আমি তাঁর শিক্ষা অনুসরণ করছিলাম, তাই আমি সেই বিচ্ছিন্নতা অনুভব করিনি। ভারতে আমার কিছু গুরুভ্রাতারা আছেন যারা অবিরত গুরুমহারাজের সঙ্গ করেছে, কিন্তু এখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করছে। এই অবস্থাটা ঠিক যেমন রাজার কোলে যে ছাড়পোকা বসে আছে, তার মতন। সে তার অবস্থানের প্রতি মিথ্যা অহঙ্কারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছের মতো মনে করতে পারে, কিন্তু সে রাজাকে সামান্য একটা কামড় দেওয়া ছাড়া আর কিই বা করতে পারবে। সেবার মাধ্যমে সঙ্গ করার থেকে ব্যক্তিগত সঙ্গ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।

শতধন্যের কাছে পত্র, কলকাতা, ২০ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২

যদি তোমরা আমার উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে সচেষ্ট হও...সেটাই হবে আমাদের অবিরত সঙ্গ।

যদি আমার কথাই বলি, আমি আমার গুরুমহারাজের থেকে কোন দূরত্ব বোধ করি না, কারণ আমি তাঁর নির্দেশ অনুসারে তাঁর সেবা করার চেষ্টা করছি। সেটাই আদর্শ হওয়া উচিৎ। যদি তোমরা আমার উদ্দেশ্য সম্পাদন করতে সচেষ্ট হও, যার জন্য তোমাদেরকে সেখানে পাঠানো হয়েছে, তাহলে সেটাই হবে আমাদের অবিরত সঙ্গ।

হংসদূতের কাছে পত্র, লস এঞ্জেলস্, ২২ জুন, ১৯৭০

এই বিরহের অনুভূতিগুলো দিব্য আনন্দে পরিণত হবে।

আমার থেকে দূরে থেকে এই বিরহেও সুখে থাকো। আমি সেই ১৯৩৬সাল থেকে আমার গুরুমহারাজ থেকে দূরে আছি, কিন্তুযেহেতু আমি তাঁর নির্দেশমতো সেবা করছি তাই আমি সবসময় তাঁর সাথেই আছি।

উদ্ধবের কাছে পত্র, ৩ মে, ১৯৬৮

পাঠ ১১ গুরু-ত্যাগ

পাঠের বিষয়সমূহঃ

গুরু-ত্যাগ করার বিধি এবং প্রণালী
গুরুদেবের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করা
পুনরায় দীক্ষা
ইসকনে থেকে শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করতে থাকা

গুরু-ত্যাগ করার বিধি এবং প্রণালী

যে গুরু জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছে ..তাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

যে গুরু জঘন্য কার্যে লিপ্ত হয়েছে এবং ভাল-মন্দ বিচারবোধ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২.৫

গুরু যদি অধঃপতিত হয় .. তাকে বর্জন করার নির্দেশ

গুরু যদি অধঃপতিত হয়, তাহলে শাস্ত্রে তাকে বর্জন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১.৭.৪৩

গুরোরঅপ্যবলিপ্তস্যকার্যাকার্যম অজানতঃ
উৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে

যদি গুরুদেব ইন্দ্রিতৃপ্তিসাধনের প্রতি আসক্ত হয়, দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমূলক সেবাবিহীন অধঃপতিত পথের দিকে ধ্বাবিত হন, তাহলে ত্যাগ করা উচিৎ।

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব ১৭৯.২৫

ভুলবশতঃ একটা শঠের কাছে এসেছো...তাকে তুমি ত্যাগ করতে পারো।

যদি ভুলবশতঃ কেউ একটা শঠের কাছে যায়ও, তখন গ্রন্থ তো রয়েছে। যখনই তোমরা জানতে পারবে, "এই লোকটা একটা শঠ, যে কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানে না, আর আমি তার কাছে এসেছি, " তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করো তাকে। এটা শাস্ত্রে উলে- খ করা হয়েছে - গুরোর অপ্যবলিপ্তস্যকার্যাকার্যম অজানতঃউৎপথ-প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে - ভুল করেও যদি তোমরা এমন এক শঠের কাছে এসে থাকো যে জানেই না গুরু কিভাবে আচরণ করবে, তাহলে তোমরা তাকে পরিত্যাগ করতে পারো। কেন তার সাথে থাকবে? ত্যাগ করো।

রুমের মধ্যে কথোপকথন -- জানুয়ারী ৩১, ১৯৭৭, ভুবনেশ্বর

একজন গুরুদেব তার গুরুপদের ব্যতিরেকে আচরণ করলে ইসকন তার শিষ্যদেরকে কিভাবে আশ্রয় দান করে?নিচে আপনার মন্তব্য লিখুন।

গুরুদেবের ব্যাপারে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগজানানো

নীম্নলিখিত ব্যক্তিবিশেষের সাথে আলোচনা করে একজন শিষ্য তার গুরুদেবের উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারে:

- **মন্দির ও জিবিসি কর্তৃপক্ষ**
- **শিক্ষাগুরু**
- **ইসকন রিজলভ্ (দ্বন্দ নিষ্পত্তি কমিটি)**

যদি দীক্ষাগুরুর সঙ্গত্যাগ করো তাহলে সেটা তোমার জন্য মঙ্গলময় হবে না..

কিন্তু কেউ যদি গুরুদেবকে ত্যাগ করে, সেই গুরুদেব সম্পর্কিত কিছু কারণ থাকতে পারে। সেই কারণও শাস্ত্রে উলে- খ করা আছে, গুরোর অপ্যবলিপ্তস্যকার্যাকার্যম অজানতঃ। কার্য। অকার্য। যদি গুরুদেব বুঝতে না পারে কি করা উচিৎ, কি না করা উচিৎ, আর তিনি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধের বাইরে আচরণ করে, তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করা যেতে পারে। কিন্তু যদি তুমি দেখো যে দীক্ষাগুরু শাস্ত্রীয় ও পূর্ব্বতন আচার্যবর্গের প্রবর্তীত বিধিনিষেধের বাইরে কোন কার্যকলাপ করছেন না, তারপরেও তুমি যদি সেই গুরুদেবকে ত্যাগ করো, তাহলে সেটা তোমার জন্য মঙ্গলময় হবে না। সেটাই তোমার পতন হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১.১৬.৩৬ -- টকিয়ো, জানুয়ারী ৩০, ১৯৭৪

যতক্ষণ নিজের দীক্ষাগুরু উপস্থিত আছেন, অন্য কোথাও যাওয়া যাবে না..

একদিন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত ভগবানের কাছে তাঁর পুনরায় দীক্ষাগ্রহণের অভিলাষের কারণ বললেন। তিনি বললেন, "আমি আমার ইষ্টদেবের মন্ত্র যা আমি আমার গুরুদেবের কাছ থেকে পেয়েছি তা আমি এক অযোগ্য ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে দিয়েছি। আর সেই থেকে আমার মনে কোন শান্তি নেই। হে ভগবান, আপনি কৃপা করে আমাকে সেই একই ইষ্ট-মন্ত্র দ্বারা পুনরায় দীক্ষা দিন, আমার মন আবার আনন্দে ভরে উঠবে।" মহাপ্রভু উত্তরে বললেন, "যিনি তোমাকে এই ইষ্ট-মন্ত্র দান করেছেন, সেই গুরুদেবের চরণে যেন কোন অপরাধ না হয় সে ব্যাপারে খুব সতর্ক হও। যতক্ষণ তোমার দীক্ষাগুরু উপস্থিত আছেন, তুমি অন্য কোথাও যেতে পারবে না, এমনকি আমার কাছেও নয়। তাতে করে তোমার আমার দুজনের আধ্যাত্মিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়বে।"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, পরিচ্ছেদ ১০: শ্রী পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি লীলাসমূহ

বোধঃ কলুষিতস্তেনদৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্
গুরুর যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ

"গুরুকে ত্যাগ করলে নিজের বুদ্ধিমত্তা কলুষিত হয় এবং তার ফলে চরিত্রের ভয়ংকর দুর্বলতার প্রকাশ পায়। আসলে সে রকম ব্যক্তি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরিকে ইতিমধ্যেই ত্যাগ করে ফেলেছে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

পুনরায় দীক্ষা

গুরু-ত্যাগের বিষয়ে জিবিসি নির্দেশাবলী এবং একজন জ্যেষ্ঠ ইসকন ভক্তদের পরামর্শকে মূল্যায়ন করে যখন একজন ভক্ত তার অ-সদ্গুরুকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন সে অন্য যে কোন ইসকন অনুমোদিত দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণে প্রয়াসী হতে পারে। ইসকন আইন ও বিধিমালায় অন্যত্র যেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় দীক্ষা সম্পর্কিত স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলোকে মানতে হবে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৭.২.৬

গুরু-ত্যাগ করার পর একজন শিষ্য পুনরায় দীক্ষা নেওয়ার আগ পর্যন্ত কি কি ভাবে শ্রীল প্রভুপাদ, গুরু-পরম্পরা ও ইসকনের সাথে যুক্ত থেকে যেতে পারে, তা নিচে উলে- খ করুন।

আমাকে আমার শিক্ষার মাধ্যমে স্মরণ করতে চেষ্টা করবে তাহলে আমরা সবসময় একসাথে থাকবো..

আমাকে আমার শিক্ষার মাধ্যমে স্মরণ করতে চেষ্টা করবে তাহলে আমরা সবসময় একসাথে থাকবো। শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রথম সংস্করণে যেভাবে আমি লিখেছি, "দীক্ষাগুরু তাঁর দিব্য উপদেশাবলীর মধ্য দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকেন আর তাঁর শিষ্যরা তাঁর সাথেই থাকে। আমি যেহেতু আমার গুরুমহারাজকে সর্বদা সেবা করেছি আর তাঁর শিক্ষার অনুসরণ করেছি, আমি এখনও পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকে দূরে যাইনি।

চিদানন্দের কাছে পত্র - ভক্তিবেদান্ত ম্যানর, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

চতুর্থ অধ্যায়
সহযোগীতার সহিত সম্বন্ধ পরিপূর্ণ ও দৃঢ়করণ

পাঠ - ১২ **নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা**

শ্রীল প্রভুপাদকে উপস্থাপন করা
বর্তমান ইসকন আচার্যবর্গদের উপস্থাপন করা

পাঠ - ১৩ **ইসকনের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক**

দীক্ষাগুরুর ভিত্তিতে বৈষম্য
সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন

পাঠ - ১৪ **পাঠ্যক্রম সারাংশ**

পাঠ ১২ নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা

পাঠের বিষয়সমূহ

শ্রীল প্রভুপাদকে উপস্থাপন করা
বর্তমান ইসকন আচার্যবর্গদের উপস্থাপন করা

শ্রীল প্রভুপাদকে উপস্থাপন করা

বর্তমান এবং ভবিষ্যতে শ্রীল প্রভুপাদকে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ও প্রধানতম গুরু হিসেবে প্রকাশ্যে প্রচার করার কিছু সুবিধা নিচের বক্সে লিখুন।

বর্তমান ইসকন আচার্যবর্গদের উপস্থাপন করা

ইসকন বর্তমান আচার্যবর্গদের উপস্থাপনে কিছু অনুপযুক্ত পন্থা নিচের বক্সে লিখুন।

ইসকন গুরুবর্গদের অনুপযুক্তভাবে উপস্থাপনের ফলে ইসকনের জন্য সম্ভাব্য কি ধরণের ফল বয়ে আনতে পারে? আপনার মতামত নিচের বক্সটিতে লিখুন।

অতিরিক্ত উদ্ধৃতি পাঠ ১২ নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা

ইসকনের জ্ঞানতত্ত্বের ভান্ডার

শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলী
শ্রীল প্রভুপাদের প্রবচন
শ্রীল প্রভুপাদের রুমে ও প্রাতঃকালীন হাঠার সময় কথোপকথন
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী
পূর্ব্বতন আচার্যদের লেখা প্রবন্ধ
বর্তমান ইসকন আচার্যবর্গদের লেখা প্রবন্ধ

নতুন সদস্যদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিন।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৭.২.১ প্রথম (হরিনাম) দীক্ষা
(দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩০)

উপাধি ব্যবহার

ইসকনের সমস্ত প্রকাশনা যেমন গ্রন্থ, সাময়িকী, পত্রিকা, লিফলেট, ব্যানার, নিমন্ত্রণ পত্র ইত্যাদিতে প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য, প্রভুপাদ, কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি সহ শ্রীল প্রভুপাদের পুরো নাম স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করবে। উদাহরণ: কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ।

ইসকন আইন ও বিধিমালা২.৩.১

ফলক

সমস্ত ইসকন মন্দির ও বিশেষ ভবনগুলোতে যেখানে শ্রীল প্রভুপাদের খচিত করা নেই, সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের পুরো নাম এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে তাঁর অবস্থান উলে- খ করে ফলক লাগাতে হবে।

এই বিধি ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, ভক্তিবেদান্ত ইনস্টিটিউট ও শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য সংস্থ এবং ইসকনের সাথে যুক্ত এমন সব বিশেষ ভবনগুলোর জন্যেও প্রযোজ্য হবে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা২.৩.৩

একজনের দীক্ষাগুরু...লুকিয়ে রাখা উচিৎ

গোপায়েদ্ দেবতম্ ইষ্টম্গোপায়েদ্ গুরুম্ আত্মনঃ
গোপায়েচ চ নিজম্ মন্ত্রমগোপায়েন নিজ-মলিকম্

একজনের ইষ্টদেব, দীক্ষাগুরু, মন্ত্র এবং জপমালা লুকিয়ে রাখা উচিৎ।

শ্রীহরি-ভক্তি-বিলাস, শে-াক ২.১৪৭

প্রকাশ্যে গুরুদেবের চিত্রসম্বলিত টি-শার্ট, পোষ্টার, জপথলি বাটন ইত্যাদি'র প্রকাশ্য প্রদর্শন

(শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত) ইসকনের দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর শিষ্যেরা গুরুদেবের চিত্র-সম্বলিত টি-শার্ট, পোষ্টার, জপথলি বাটন, ক্যাপ ইত্যাদি পড়তে বা প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে পারবে না।

ইসকন আইন ও বিধিমালা/সুপারিশ ৬.৪.৮ আরাধনা ও সদাচার

ইসকন দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদের চিত্রপট

ইসকন মন্দিরের বাসিন্দারা ইসকন দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুদের চিত্রপট একান্তে তাদের ঘরে রাখতে পারে কিন্তু প্রকাশ্যে ইসকন মন্দির প্রাঙ্গনে প্রকাশ্যে প্রদর্শন করতে পারবে না। বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রচারে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে।

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.৪.৮ আরাধনা ও সদাচার

পাঠ ১৩ ইসকনের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক

পাঠের বিষয়সমূহ

দীক্ষাগুরুর ভিত্তিতে বৈষম্য
সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন

দীক্ষাগুরুর ভিত্তিতে বৈষম্য

বৈষম্য

"কিছু বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বা প্রভেদ নিরূপন করা, উলে- খ করা অথবা দর্শন করা।"

অক্সফোর্ড ইংরেজী অভিধান ২য় সংস্করণ, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস

"কোন বিশেষ দল বা শ্রেনীর অন্ড়র্ভূক্ত হওয়ার কারণেই শুধু কোন ব্যক্তিকে পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ করাকে বৈষম্য বলা হয়। এর মাধ্যমে কোন একটি বিশেষ দল বা শ্রেণীর অন্ড়র্ভূক্তদেরকে কিছু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত বা সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করা হয়, যা অন্য শ্রেণী বা দলের অন্ড়র্ভূক্তদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে না।"

সমাজবিদ্যার ভূমিকা, ৭ম সংস্করণ, নিউ ইয়র্ক: ডবি-উ. ডবি-উ. নর্টন এ্ কোং ইনক্ , ২০০৯. পৃষ্ঠা ৩২৪

এমন একটি অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করুন যখন আপনার দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুর ভিত্তিতে আপনি ইসকনে অনুপযুক্ত বৈষম্যের স্বীকার হয়েছেন।

গুরুর ভিত্তিতে অনুপযুক্ত বৈষম্যের কারণে ইসকনের কি কি সম্ভাব্য দীর্ঘ মেয়াদী ফল উঠে আসতে পারে, তা নিচে লিখুন।

সহযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন

যদি ইসকনের প্রতিটি গুরুবর্গ এবং তাঁদের শিষ্যদের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ ও সহাযোগীতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় থাকে, তাহলে আপনার কল্পনায় ইসকন কেমন হবে তা বর্ণনা করুন।

তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে আমি এত প্রসন্ন হয়েছি যে আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যণ কামনা করছি।

পরমেশ্বর ভগবান বললেন: হে রাজপুত্রগণ! আমি তোমাদের পরস্পরের সৌহার্দ্য দর্শন করে অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। তোমরা সকলেই একই ধর্ম - ভগবদ্ভক্তিতে নিযুক্ত। তোমাদের সৌহার্দ্য দর্শন করে এত প্রসন্ন হয়েছি যে আমি তোমাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যণ কামনা করছি। এখন তোমরা আমার কাছে কর প্রার্থনা কর।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪.৩০.৮, রাজা প্রাচীনবর্হিষতের পুত্রদের উদ্দেশ্যে ভগবানের উক্তি

আমি চলে যাবার পরে একে অপরের সাথে সহযোগীতা করে এই সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

"আমার জন্য তোমাদের ভালোবাসার প্রমাণ আমি তখনই পাবো," শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, "যখন দেখবো যে আমি চলে যাবার পরেও একে অপরের সাথে সহযোগীতা করে এই সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছো।"

শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত ষষ্ট খণ্ড, ৫২: আমি আমার কাজ করে দিয়ে গেলাম

এই পাঠ্যক্রম থেকে আপনি কি শিখলেন?

পরিশিষ্ঠ

১. অতিরিক্ত উদ্ধৃতি

২. ইসকনে দীক্ষাগুরুদের অত্যাবশ্যক যোগ্যতা

৩. দীক্ষাগুরুদের আচরণের মানদণ্ড

৪. ইসকনে দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা

৫. পতিত গুরু-কে ত্যাগ করা

৬. শ্রেণীকক্ষে আচরণবিধি নির্দেশিকা

পরিশিষ্ঠ ১ অতিরিক্ত উদ্ধৃতি

পাঠ ১ স্বাগতম ও ভূমিকা

আমাদের কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে

আমাদের কেবল শ্রীগুরুদেবের আদেশ পালন করতে হবে, এবং বৈষ্ণবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচার করতে হবে। শ্রীগুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব উভয়েরই প্রতিনিধি; তাই শ্রীগুরুদেবের নির্দেশ পালন করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হবে।

তাৎপর্য, শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪.২৩.৭

প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কোন মহাবিদ্যালয়

আমার কাছে কেউ যখন শিষ্য হবার জন্য আসে, আমি তৎক্ষণাৎ তার শর্ত আরো করি "তোমাকে এই সব আচরণগুলো ছেড়ে দিতে হবে।" যদি সে রাজি হয়, তখন আমি তাকে গ্রহণ করি। আর তাই আমার কাছে কিছু বাছাই করা, প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত লোক আছে। তো শাস্ত্রানুসারে একটি উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য কোন মহাবিদ্যালয় বা সংস্থা থাকা উচিৎ তাহলেই এই পুরো অবস্থাটাকে বদলানোর কোন সম্ভাবনা থাকবে।

রাজ্যপালের সাথে কথোপকথন -- এপ্রিল ২০, ১৯৭৫, বৃন্দাবন

পাঠ ৫ গুরু-পদাশ্রয়

শ্রীগুরুদেবকে সেই নিবেদন সর্বান্তঃকরণে করা উচিৎ ...

শিষ্যের কর্তব্য ভৃত্যের মত শ্রীগুরুদেবের সেবা করা এবং তার কাছে যা কিছু আছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা। প্রাণৈরর্থৈর্ধীয়াবাচা। সকলেরই প্রাণ আছে, ধন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে এবং বাণী রয়েছে এবং তা সবই শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানকে নিবেদন করতে হয়, এবং শ্রীগুরুদেবকে সেই নিবেদন সর্বান্তঃকরণে করা উচিৎ - কৃত্রিমভাবে জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নয়।

শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭.৭.৩০-৩১

পাঠ ৭ দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ

দীক্ষাগুরু প্রতি অনুরাগ এবং দীক্ষাগুরুর নির্দেশাবলী মেনে চলা

তোমাদের এটা বুঝতে হবে যে দীক্ষার সময় তোমরা যখন যজ্ঞের সামনে বসেছিলে তখন তোমরা দীক্ষাগুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছো। সুতরাং সেই প্রতিজ্ঞাগুলি এখন ভঙ্গ করা যাবে না। তোমরা বলো যে তোমরা ভক্তসঙ্গ পছন্দ কিন্তু তোমার মায়ার এই জড়জাগতিক আকর্ষণ প্রতিরোধ করবে কিভাবে, যদি তোমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র অপরাধহীন এবং নিয়মিতভাবে না জপ করো? দীক্ষাগুরু প্রতি অনুরাগ এবং দীক্ষাগুরুর নির্দেশাবলী মেনে চলা একই ব্যাপার। আমার সব শিষ্যেরাই যেন প্রতিদিন মঙ্গল আরতি করে এবং ১৬মালা জপ করে, এটাই আমার আদেশ। জীবনের আলো মিটমিট করছে। যেকোন মুহূর্তে আমাদের মৃত্যু হতে পারে তাই যেরকম ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে আমাদেরকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, গুরুদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করতে হবে।

রাধাকান্তের কাছে পত্র, বৃন্দাবন, ২০ আগস্ট, ১৯৭৪

দড়ি টানাটানির খেলা

একটা দড়ি টানাটানির খেলা হচ্ছে। সুতরাং মায়াকে ভয় পেয়ো না। শুধু জপের মাত্রা বাড়িয়ে দাও আর তুমিই বিজয়ী হবে। ব্যস। নারায়ণ-পরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি (ভাগবতম ৬.১৭.২৮)। আমরা মায়াকে ভয় পাইনা কারণ সেখানে কৃষ্ণ আছেন। হ্যা। কৃষ্ণ বলছেন, কৌন্তেয়প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি (ভঃগীঃ ৯.৩১) উনি ঘোষণা দিচ্ছেন "আমার ভক্তকে মায়া কখনো পরাজিত করতে পারবে না"। মায়া কিছুই করতে পারবে না। তোমাকে শুধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। শক্তিটা কোথায় পাবে? জপ কর - হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে..জোরে। হ্যা!

ভগবদ্গীতা ৩.৬-১০ -- লস এঞ্জেলস, ডিসেম্বর ২৩, ১৯৬৮

পাঠ ১২ নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা

আমরা তো আমাদের শিষ্যদেরকে "আমার" নাম জপ করতে বলছি না..

আরে আমরা তো আমাদের শিষ্যদেরকে "আমার" নাম জপ করতে বলছি না "ভক্তিবেদান্ত স্বামী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী"। না! তারা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছে। হরিস্তেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তঃ - গুরুকে শ্রীকৃষ্ণের মতোই সম্মান প্রর্দশন করা হয়। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি তাদেরকে আমার নাম জপ করতে শিক্ষা দিব, "ভক্তিবেদান্ত স্বামী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী, ভক্তিবেদান্ত স্বামী"। কি এগুলো? আমরা তাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি, "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো"। হরের্নাম হরের্নাম..

শ্রীল প্রভুপাদের প্রাতঃকালীন হাটার সময় কথোপকথন, ২৯ মার্চ ১৯৭৪, বম্বে

বারবার বলে বলে মহাপ্রভুর ভক্ত বলে জাহির করা

"আমি গৌরের! আমি গৌরের!" বারবার বলে বলে মহাপ্রভুর ভক্ত বলে জাহির করাটা যথেষ্ট নয়। বরং মহাপ্রভুর শিক্ষাকে যারা অনুসরণ করে তাঁদের মধ্যেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত হওয়ার সব লক্ষণ ফুটে উঠে।

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত,প্রেম-বিবর্ত ৮.৬

পাঠ ১৪ পাঠ্যক্রম সারাংশ

যদি দুই দিক থেকেই আদান-প্রদান নিখুঁত হয় ...তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত অতি সহজ হয়ে যাবে।

একজনকে বোঝার জন্য খুব ঐকান্তিক হতে হবে, এবং তাকে একজন মহান, গুণসম্পন্ন গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। তখন তার ব্যবসায়িক আদান প্রদান খুব সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে। এটাই বৈদিক পদ্ধতি। যদি দুই দিক থেকেই আদান-প্রদান নিখুঁত হয়, শিষ্যের দিক থেকেও এবং গুরুদেবের দিক থেকেও, তাহলে কৃষ্ণভাবনামৃত অতি সহজ হয়ে যাবে।

শ্রীমদ্ভাগবতম ১.৫.২৯, বৃন্দাবন, আগস্ট ১০, ১৯৭৪

পরিশিষ্ঠ ২

ইসকনে দীক্ষাগুরুদের অত্যাবশ্যক যোগ্যতা

ইসকন আইন ও বিধিমালা ৬.২.১ জিবিসি ২০১০ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত

- কমপক্ষে দশ বছর যাবৎ তাঁকে দীক্ষিত শিষ্য হিসেবে থাকতে হবে।
- বিগত দশ বছর যাবৎ তাঁকে যথাযথভাবে চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হবে, নিয়মিতভাবে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রাত্যহিক ষোলমালা জপ করতে হবে, এবং একটি ভাল অবস্থায় থাকতে হবে।
- বৈষ্ণবীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচরণের প্রতি কোন দুর্বলতা পোষণ করতে পারবে না।
- নিচের অবাঞ্ছিত দোষ-ত্রুটিগুলোর থেকে মুক্ত থাকতে হবে:
    - কামিনী-কাঞ্চন - যৌন-বস্তু এবং ধন-সম্পদ - এর প্রতি আসক্তি
    - প্রতিষ্ঠা - প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা
    - নিষিদ্ধাচার - বৈষ্ণবীয় রীতি-নীতির বিরুদ্ধাচরণ
    - কূটি-নাটি - কূটনৈতিক বা ছলনাপূর্ণ ব্যবহার
    - পূজা - ব্যক্তিগত উপাসনার প্রতি বাসনা
    - লাভ - জড়জাগতিক লাভ আদায় করা
- প্রচারকার্যে শ্রেষ্ঠতা অর্জনা করতে হবে।
- শাস্ত্র-উপলব্ধি ও জ্ঞান অর্জনে দক্ষতা প্রদর্শন করতে হবে।
- মনগড়া কোন কিছু ছাড়া, পরম্পরা অনুযায়ী যথাযথভাবে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত বা উপনীত সত্যের উপর নির্ভরশীল জ্ঞান দ্বারা প্রচার করতে হবে।
- বাস্তবসম্মত প্রচারে ও পরামর্শদানে কার্যকরী হতে হবে।
- শ্রীল প্রভুপাদ, তাঁর শিক্ষা এবং ইসকনের প্রতি আনুগত্যকে আঘাত করে বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন অন্য কোন আনুগত্য রাখা যাবে না।
- গ্রন্থ প্রচার এবং অন্যান্য ইসকন প্রকল্পকে সুদৃঢ় করে এগিয়ে নিয়ে যাবার ব্যপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার এবং উদ্দেশ্যের প্রতি পূর্ণ অনুধাবন-পূর্বক উৎসর্গিত থাকতে হবে।
- জিবিসি'কে সর্বোচ্চ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকার করে জিবিসি পদ্ধতিকে সমর্থন করতে হবে এবং জিবিসি'কে মেনে চলতে হবে।
- যেকোন একটি ইসকন মন্দিরে বা অন্য যেকোন ইসকন-অনুমোদিত প্রচার কার্যক্রমের সাথে সর্বক্ষণ জড়িত থাকতে হবে।
- বিগত দশ বছর ধরে কোন ধরণের গুরুতর অপরাধজনক কর্মকাণ্ড বা নিচের কোন কিছুর সাথে জড়িত না থাকা:
    - বড় অঙ্কের অর্থ বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পত্তিকে ঝুকিতে ফেলে দেওয়ার মতো কোন আর্থিক অসঙ্গতি
    - তাঁর দায়িত্বে থাকা অর্থ এবং সম্পত্তি অনুচিৎ পরিচালনার মাধ্যমে নিজের উপর আইনগত পরিণাম ডেকে আনা
    - অননুমোদিত কার্যকলাপের কারণে বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা
    - জিবিসি'র যাজকীয় বিবেচনাতে এবং/অথবা প্রার্থীর আবাসের জায়গায় আইনত বিধি মোতাবেক অন্য যে কোন ধরণের দুশ্চারিত্র্য
- "গুরু-সেমিনার"-এ অংশগ্রহণ করা

বিবেচনামূলক যোগ্যতা:

- ইসকনে দীক্ষাগুরু হিসেবে সেবা করার অনাপত্তি পত্র পেতে হলে আধ্যাত্মিক শিক্ষামূলক-উপাধি যেমন ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিবৈভব আর ভক্তিবেদান্ত (যখন পরিচালনা করবে) - সংগ্রহ করার জোর সুপারিশ করা হলো।
- তাঁর চরিত্রে, আচরণে এমনকি কোন পরিস্থিতেও যেন এমন কিছু না থাকে, যার কারণে গুরুবর্গদের আচরণবিধি মানার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহের প্রকাশ ঘটে।
- ব্যক্তিগতভাবে তিনি যেন কোন ধরণের অস্বাভাবিক পরিস্থিতে না থাকেন। যেমন কোন ধরণের ব্যতিক্রমী পারিবারিক জীবন যা তাঁর গুরু-দায়িত্ব থেকে তাঁকে দূরে রাখে অথবা তাঁর বা তাঁর শিষ্যদের জন্য কোন ধরণের উপদ্রবের কারণ হয়।
- সাধারণ ক্ষেত্রেও যেন তিনি দায়িত্বশীল, ভদ্র, ন্যায়বান এবং সম্মানজনকভাবে আচরণ করেন।

পরিশিষ্ঠ ৩

দীক্ষাগুরুদের আচরণের মানদণ্ড

সব ভক্তদের জন্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।
তাঁর শিষ্যদেরকে শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশ, ইসকনে যেভাবে শেখানো হচ্ছে ও অনুসরণ করা হচ্ছে, ঠিক তাই অনুসরণ করতে নির্দেশনা দিতে হবে।
তাদের গুরু, শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপর সমস্ত ইসকন ভক্তদের শ্রদ্ধাকে সুরক্ষা ও পোষণ করতে হবে।
অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে শেষ না হওয়া পর্যন্ত দীক্ষা না দেওয়া
ইসকনে নবাগতদের শ্রদ্ধাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং বিদ্যমান সদস্যদের শ্রদ্ধাকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে।
শিষ্য হওয়ার জন্য অনুরোধ বা চাপ সৃষ্টি অথবা শিষ্য খোজাখোজিতে সময় ব্যয় করা যাবে না।
সমস্ত অদীক্ষিত শিষ্যদেরকে তাদের পছন্দমত গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করার অধিকার প্রয়োগে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন।
তার কাছে যারা প্রাথমকিভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেছে সেসমস্ত অদীক্ষিত শিষ্যদেরকে দীক্ষাগুরুর ব্যাপারে তাদের পছন্দ বদলানোর পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন।
যেহেতু ইসকন গুরুর গ্রহণ করা সমস্ত গুরু-দক্ষিণা ইসকনের সম্পদ, তাই সেটাকে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের হিতার্থে ব্যবহার করতে হবে।
সমস্ত গুরু-দক্ষিণা একটি বিশেষ একাউন্ট রাখতে হবে, একটি ইসকন একাউন্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় যার অন্ততঃ দুটো সই লাগে, এবং এই একাউন্টের খুব পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ হিসাব রাখতে হবে।
দীক্ষার জন্য অত্যাবশক হিসেবে কোন সম্ভাব্য শিষ্যের কাছ থেকে আর্থিক সহযোগীতা বা প্রণামী দাবি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে গুরুর ব্যক্তিগত সেবায় নিয়োজিত ওতাঁর পরিব্রজের পারিষদ্বর্গের সংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। গুরুদেব কখনো যেন কখনো বিপরীত লিঙ্গের অবিবাহিত কাউকে বা বিবাহিত কাউকে তাদের পতি/পত্নী ছাড়া তাঁদের ব্যক্তিগত সেবায় নিয়োজিত না করেন, অথবা কোন নির্জন জায়গায় তাদের সাথে অবস্থান না করেন।

৬.৪.৩.২ জিবিসি সম্পর্কিত কিছু মানদণ্ড

জিবিসি'কে শ্রীল প্রভুপাদের মনোনীত উত্তরসূরী হিসেবে ইসকনের সর্ব্বোচ্চ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ হওয়ার সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং জিবিসি'র প্রতি সেবা মনোভাব বজায় রাখতে হবে।
শ্রীল প্রভুপাদ থেকে প্রবাহিত পরম্পরায় অবস্থিত একজন গুরু হিসেবে ইসকনে সেবা করতে হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীল প্রভুপাদকে মানতে হবে। তাই জিবিসি'কে তাঁর কর্তৃপক্ষ হিসেবে গ্রহণ করে জিবিসি'র নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে হবে।
নতুন কোন শিষ্য গ্রহণ করা সহ জিবিসি'র দ্বারা আরোপিত যেকোন শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞা মানতে হবে।

৬.৪.৩.৩ জিবিসি আঞ্চলিক প্রতিনিধি সম্পর্কিত কিছু মানদণ্ড

জিবিসি আঞ্চলিক প্রতিনিধি'র তত্ত্বাবধানে ও সহযোগীতায় কাজ করতে হবে।
জিবিসি আঞ্চলিক প্রতিনিধি'কে না জানিয়ে আবাসস্থল পরিবর্তন করা যাবে না, কারণ এতে মন্দির বা ভক্তদের উপর প্রভাব পড়তে পারে।
জিবিসি সচীবালয়ে একটি বার্ষিক আর্থিক বিবরণী জমা দিতে হবে।

৬.৪.৩.৪ ইসকনের আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত কিছু মানদণ্ড

স্থানীয় ইসকন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতা করতে হবে এবং তাদের কাছে জবাবদিহিতা করতে প্রস্তুত থাকতে হবে।
যথার্থ ইসকন আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপযুক্ত সুপারিশ না পেলে কোন ভক্তকে দীক্ষা দিতে পারবেন না।
শিষ্য এবং অন্যান্য ভক্তদেরকে ইসকন কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগীতা করার জন্য এবং কোন কলহ বাধলে সঠিক আচরণ করার জন্য উপদেশ দিতে হবে।
ইসকন কর্তৃপক্ষের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ ক্রিয়াশীল সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে এবং তাদেরকে যেন কোনভাবে হেয়প্রতিপন্ন না করা হয়।
যেহেতু মন্দিরের অধ্যক্ষরা এবং প্রকল্প পরিচালকরা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা ভক্তদের সেবায় নিয়োজিত করেন, তাই একজন শিষ্যের কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ না করে সেই শিষ্যের সাথে আশ্রম, সেবা বা অবস্থান পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে না।

৬.৪.৫ জিবিসি দ্বারা গুরুর উপর নিষেধাজ্ঞা

অসদাচরণের জন্য জিবিসি একজন গুরুর উপর নিচে উলে- খিত যেকোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারেন।

৬.৪.৫.১ সাবধান (বা তিরস্কার)

যদি দেখা যায় একজন গুরু তার আধ্যাত্মিক স্তর এবং আচরণবিধি থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন বা উপেক্ষা করছেন, কিন্তু বিচ্যুতি ততটা গুরুতর বা অভ্যাসগত নয়, অথবা যখন একজন গুরুদেব সদাচারের অনুমোদিত মানদণ্ড ও নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য করছেন (যেমন শিষ্য খোজাখোজি করা) তখন তাকে একান্তে সাবধান (বা তিরস্কার) করা উচিৎ।r

৬.৪.৫.২ কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখা

যদি সাবধান বাণী না শোনা হয়, অথবা আধ্যাত্মিক স্তর এবং আচরণবিধি থেকে বিচ্যুতি আরও গুরুতর, অথবা সদাচারের অনুমোদিত মানদণ্ড ও নির্দেশাবলী অগ্রাহ্য করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তখন সেই গুরুর দায়িত্ব সীমাবদ্ধকারীনির্দিষ্ট কিছু শর্তাবলী (যেমন - নতুন শিষ্য গ্রহণের অনুমোদন অস্থায়ীভাবে ফিরিয়ে নেওয়া) আরোপ করে কঠোর পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। তাকে শোধরানোর এবং অবশেষে পুনর্বাসন করার প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে তাকে কিছু সাধারণ উপদেশ বা নির্দিষ্ট কিছু কর্মকাণ্ড দেওয়া হতে পারে।

৬.৪.৫.৩ সাময়িক অপসারণ

যদি একজন গুরুদেব কঠোর পর্যবেক্ষণের শর্তাবলী উপেক্ষা করতেই থাকেন, অথবাএক বা একাধিক বিধিনিষেধের বার বার উলঙ্ঘন করেন, অথবা বিদ্যমান ইসকন ও জিবিসি নীতিমালা গুরুতর এবং ক্ষতিকারকভাবে উপেক্ষা করছেন, অথবা অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাস আশ্রম ছেড়ে দেন, অথবা ভক্তসঙ্গ ও ইসকন সংস্থাকে ত্যাগ করেন, অথবা সাধনার মান থেকে গুরুতরভাবে বিচ্যুত হন, তাহলে তাকে সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয়। যদি কোন গুরুকে সাময়িকভাবে অপসারণ করা হয় তাহলে তিনি আর দীক্ষা দিতে পারবেন না, তার শিষ্যদের সাথে শিক্ষা-পদটিও আর থাকবে না, দীক্ষাগুরু হিসেবেও আর পরিচয় দেওয়া হবে না, এবং গুরু-পূজা ও দক্ষিণা গ্রহণ সহ কোন ধরণের গুরু-পদ সম্পর্কিত দায়িত্ব আর পালন করতে পারবেন না।

৬.৪.৫.৪ বহিষ্কার

যদি একজন গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বা ইসকনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান গ্রহণ করেন, অথবা আসুরিকভাবাপন্ন হয়ে যান, অথবা একজন মায়াবাদী হয়ে যান, অথবা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নীতির বিরুদ্ধে অপসম্প্রদায়ের অননুমোদিত দর্শন প্রচার করেন, অথবা ইসকন এবং জিবিসি নীতিমালার বিরুদ্ধে লাগাতার ভাবে প্রকাশ্যে আক্রমনাত্মক অবস্থান গ্রহণ করেন অথবা ইন্দ্রিতৃপ্তি সাধনের প্রতি তার আসক্তি গুরুতর হয়, বা দীর্ঘস্থায়ী হয়, তখন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে তার দীক্ষা ও শিক্ষা-গুরু পদ থেকে বহিষ্কার করা হবে।

পরিশিষ্ঠ ৪

ইসকনে দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা(প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতাংশ)

৭.২ দীক্ষাপ্রার্থীর কর্তব্য

দীক্ষাপ্রার্থীর নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে কোন একজন বৈষ্ণবকে দীক্ষাগুরু হিসেবে নির্ণয় করা সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন দীক্ষাগুররুর প্রতি এবং তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে যখন কোন দীক্ষাপ্রার্থীর দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাবে তখনই তার দীক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। যেকোন একজন ভক্তের আধ্যাত্মিক স্তর সম্বন্ধে সাধু, গুরু এবং শাস্ত্রের প্রামাণিক তথ্যসূত্রগুলো প্রয়োগ করা উচিৎ। ইসকনের একজন গুরুদেব হওয়ার আনুষ্ঠানিক অনুমতির অর্থ হচ্ছে যে তিনি ইসকন আইন ও বিধিমালাতে যে সব নির্দেশনা দেওয়া আছে সেসব তিনি সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছেন এবং কিছু জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবদের বিচারে ইসকন আইন ও বিধিমালার মানদণ্ড অনুযায়ী সেই স্তরে উন্নীত হয়েছেন। কিন্তু এই ধরণের অনুমোদনকে সেই অনুমতিপ্রাপ্ত গুরুদেবের ভগবৎ-উপলব্ধির স্তর হিসেবে ধরে নেওয়া যাবে না আর এই অনুমতি একজন দীক্ষাপ্রার্থীর বিচক্ষণ নির্ণয় ক্ষমতাকে বিভ্রান্তিতে ফেলার জন্যেও নয়।

৭.২.১ প্রথম (হরিনাম) দীক্ষা- ১.হরিনাম দীক্ষার যোগ্যতা

১.১ একবছর প্রস্তুতিমূলক সময়

হরিনাম দীক্ষার জন্য একজনকে কমপক্ষে একবছর ধরে অবিরামভাবে ভক্তিমূলক সেবায় রত থাকতে হবে, ঐকান্তিকতার সাথে চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হবে, এবং প্রতিদিন ১৬মালা জপ করতে হবে।

ইসকন ভক্তরা নতুন সদস্যদেরকে শিক্ষা দেবেন তারা যেন শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে, এবং কৃষ্ণভাবনামৃতের ব্যাপারে তাদেরকে যাঁরা শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা যেন তাঁদের কাছ থেকে দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা গ্রহণ করেন। সেই ইসকন সদস্যরা কবে এবং কার কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করবেন, তা তারা নিজেরাই নির্ণয় করবে। কিন্তু তারা যেন শ্রীল প্রভুপাদকে তাদের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য ও প্রধানতম শিক্ষা-গুরু হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করে।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণীর সঙ্গে একটি পাকাপোক্ত সম্পর্ক গড়ে তোলে পর কমপক্ষে ৬মাস কঠোর সাধনার পর তারা একজন অনুমোদিত ইসকন ভক্তকে দীক্ষাগুরু হিসেবে নির্ণয় করতে পারে। এবং কমপক্ষে আরও ৬মাস অতিবাহিত করার পর তারা তাঁর কাছ থেকে বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে। সকলের এটা বোঝা উচিৎ যে ইসকনের ভেতর থেকেই শিক্ষা ও দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সততা, আসক্তি ও স্নেহের দিক দিয়ে ভক্তদের সাথে শ্রীল প্রভুপাদের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে তোলা।

কার কাছ থেকে দীক্ষা নিবে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে গুরুর কাছ থেকে অনুমতি পাবার পর, এবং স্থানীয় মন্দির অধ্যক্ষ বা সমপদস্থ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর, দীক্ষাপ্রার্থী সেই গুরুকে প্রণাম মন্ত্র দ্বারা দীক্ষাগুরু হিসেবে আরাধনা করা শুরু করতে পারে। প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যকে সম্মান প্রদর্শনপূর্বক সকল প্র-শিষ্য ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিষ্যদেরকে তাদের দীক্ষা-গুরুর প্রণাম মন্ত্র স্তব করার পর অন্ততপক্ষে শ্রীল প্রভুপাদের প্রণাম মন্ত্রের প্রথম অংশটুকু স্তব করা উচিৎ। স্থানীয় মন্দির অধ্যক্ষ বা সমপদস্থ কর্তৃপক্ষকে জানানোর পর এবং দীক্ষাগুরু যেদিন থেকে তাকে চরণাশ্রয়ে গ্রহণ করবেন সেদিন থেকে কমপক্ষে ছয়মাস পর প্রকৃত দীক্ষানুষ্ঠানটি করা যেতে পারে।

১.৪ মন্দির প্রাঙ্গনে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দ

উপরে উলে- খিত প্রয়োজনীয়তা গুলো মেটানোর পর, এক-বছর প্রস্তুতিমূলক সময়টিতে মন্দির প্রাঙ্গনে বসবাসকারী ভক্তদের অবশ্যই সম্পূর্ণ প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হবে।

১.৫ মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দ

মন্দির প্রাঙ্গনের বাইরে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দ যারা প্রাত্যহিক মন্দিরের অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করতে পারে না, তাদেরকে এই মর্মে দীক্ষা দেওয়া যেতে পারে, যে তারা তাদের বাড়িতে নিয়মিত প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে অথবা নামহট্ট মন্দিরে নিয়মিত প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে।

১.৬ পরীক্ষায় পাস করা

একজন ভক্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোন ইসকন দীক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ করার অনুমতি এবং তৎপরে দীক্ষার জন্য সুপারিশ পাবার আগে মন্দির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত একটি মৌখিক বা লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার মৌলিক উপলব্ধি প্রদর্শন করতে হবে।

যদি একজন দীক্ষাপ্রার্থী পূর্বে একজন দীক্ষাগুরুর কাছে চরণাশ্রয় গ্রহণ করার পরেও অন্য আরেকজন ইসকন দীক্ষাগুরুর কাছে চরণাশ্রয়ে প্রত্যাশী হয়, এই ব্যাপারটি তখন উভয় দীক্ষাগুরুদের কাছে এবং স্থানী কর্তৃপক্ষকে জানানো অত্যাবশ্যক। নতুন গুরুদেব তাকে গ্রহণ করার পর থেকে দীক্ষার পূর্বে ছয়মাসের বাধ্যতামূলক সময়সীমা শুরু হবে।

একজন দীক্ষাপ্রার্থী প্রথম দীক্ষা পাবার আগে তার অবস্থান অনুযায়ী সম্ভাব্য গুরুদেবের কাছে ইসকনের যথাযথ আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের লিখিত একটি আনুষ্ঠানিক সুপারিশপত্র পৌছাতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় দীক্ষার মধ্যে একবছর কালক্ষেপণকরা

দ্বিতীয় দীক্ষা পাবার যোগ্যতা অর্জনের জন্য একজন হরিনামদীক্ষিত ভক্তকে তার প্রথম দীক্ষার পর থেকে শুরু করে অন্ততঃ গত একবছর যাবৎ ভক্তিমূলক সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিদিন ষোলমালা জপ করতে হবে এবং চারটি বিধিনিষেধ নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। উপরন্তু দীক্ষাপ্রার্থীকে কোন মন্দির, প্রচারকেন্দ্র, নামহট্ট বা তার বাসায় নিয়মিতভাবে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে।

চরমভাবে পতিতদের জন্য দুই-বছর বিলম্ব

একজন ভক্ত প্রথম দীক্ষা পাবার পর যদি তার দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহকে গুরুতরভাবে অবহেলা বা পরিত্যাগ করে, অথবা দীর্ঘসময় ধরে ইসকন ভক্তদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকার ফলে আধ্যাত্মিক মান থেকে চরমভাবে বিচ্যুত হয়, তাহলে তাকে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডে ফিরে আসার পর দ্বিতীয় দীক্ষা পাবার জন্য অন্ততঃ দুইবছর অপেক্ষা করতে হবে।

দীক্ষাগুরুর পরীক্ষা নেবার ক্ষমতা

গায়ত্রীদীক্ষার জন্য তার শিষ্যের যোগ্যতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া দীক্ষাগুরুর দায়িত্ব। এই কাজের জন্য তিনি চাইলে একটি উপযোগী পরীক্ষা নিতে পারেন, এবং তাতে পাস করা শিষ্যদের বাধ্যতামূলক হতে পারে।

৪.২.৬ দ্বিতীয় দীক্ষার জন্য আনুষ্ঠানিক সুপারিশ

১. যথার্থ ইসকন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দ্বিতীয় দীক্ষাপ্রার্থীর জন্য সুপারিশপত্র দীক্ষাগুরুর কাছে পৌছাতে হবে। হরিনাম দীক্ষার সময়ে যেভাবে যথার্থ কর্তৃপক্ষ নির্ণয় করা হয়েছিল ঠিক একইভাবে এই ক্ষেত্রেও সেভাবে নির্ণয় করা হবে।

৭.২.৪ শুধু অনুমোদিত দীক্ষাগুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ

ইসকন আইন ও বিধিমালা উলঙ্ঘন করে যেসব ইসকন সদস্যরা অননুমোদিত গুরুদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে তাদেরকে ইসকনে আর সেবা করতে দেওয়া হবে না। সেই অননুমোদিত দীক্ষাগুরুর যদি ইসকনের বাইরে কোন সংস্থা বা আশ্রম থাকে তাহলে প্রমিত শিষ্টাচার অনুযায়ী তাদেরকে সেই আশ্রমে সেবা করা উচিৎ, ইসকনে আর সেবা করা উচিৎ নয়। (ইসকন সদস্য হওয়ার আগে যারা আগে দীক্ষিত ছিল তাদের জন্য এই নিয়মটি প্রযোজ্য নয়।)

তারপরেও জিবিসি মণ্ডলী এটা স্বীকার করেন যে এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। চূড়ান্তভাবে, স্থানীয় ইসকন কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাদের এক্তিয়াভুক্ত কোন কেন্দ্রে এরকম কোন ব্যক্তি বাস করে সেবা করতে পারে কিনা। এমতাবস্থায় তাদের বিবেচনায় সেই ব্যক্তির সাথে ইসকনের সম্পর্কে কিছু সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন।

অ-সদ্‌গুরু দ্বারা পূর্বে দীক্ষা

ইসকনের সদস্য হবার পূর্বে যারা অ-সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদেরকে শ্রীল জীব গোস্বামীর এই উপদেশ মানতে বলা হচ্ছে - এরকম অসদাচারী, অপদার্থ, ভনিতাকারী, গুরু বা কুলপুরোহিতকে পরিত্যাগ করে একজন উপযুক্ত সদ্‌গুরুকে গ্রহণ করা উচিৎ।

৭.৩ নির্দেশাবলী ৭.৩.১ অননুমোদিত দীক্ষানুষ্ঠান

দীক্ষাগুরু-শিষ্যের আনুষ্ঠানিক সম্বন্ধকে যখন ইসকন আইন ও বিধিমালায় প্রক্রিয়ার দ্বারা অনুমোদন করা হয়নি, সেরকম ক্ষেত্রে কোন ইসকন সদস্য দীক্ষানুষ্ঠানের কোন অংশেই জড়িত হতে পারবে না - যেমন নামকরণ করা, মন্ত্রপূত জপ মালা বা কণ্ঠীমালা প্রদান করা, অথবা সঙ্কল্প করার কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা - যেখানে এরকম একটি বা কয়েকটির সংমিশ্রণের দ্বারা ইসকন বা তার ভক্তদেরকে বিভ্রান্ত করার নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের একটি সদৃশতা সৃষ্টি করা। যদি এরকম অননুমোদিত কর্মকাণ্ড ঘটে থাকে, তাহলে:

ক. উপস্থিত সবাইকে জানাতে হবে যে কোন দীক্ষানুষ্ঠান কোন ধরণের দীক্ষা-সম্পর্কিত সঙ্কল্পই এখানে সম্পন্ন হয়নি।

খ. এই ঘটনার কনিষ্ঠ ভক্তটির উচিৎ এমন কোন অনুমোদিত দীক্ষাগুরুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যার উপর সে পূর্ণরূপে নিষ্ঠা বজায় রাখতে পারে।

গ. যদি কোন নাম দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে সেই নাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকা

৮.২.১.৫ ইসকনে দীক্ষিত মন্দিরবাসী ব্রহ্মচারী

ইসকনের আভ্যন্তরীনে যেসব ভক্তরা বাস করে এবং সেবা করে, তাদেরকে অবশ্যই ইসকনের দীক্ষিত হতে হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে যদি স্থানীয় জিবিসির অনুমোদন সাপেক্ষে এবং তত্ত্বাবধানে কোন ভক্ত শাস্ত্র অনুমোদিত সম্প্রদাভুক্ত কোন আচার্য থেকে দীক্ষা পেয়েছে কিন্তু এখন ইসকনে যোগদান করে সেবা করতে চায়।

১৫.৪.১ গৃহস্থ ভক্তদের দীক্ষা

দীক্ষা এবং গুরু গ্রহণের ব্যপারে ইসকন আইন ও বিধিমালায় যেসব মানদণ্ড দীক্ষার জন্য বর্ণিত আছে সে সবকিছুই গৃহস্থ ভক্তদের জন্যেও প্রযোজ্য হবে। ইসকন আইন ও বিধিমালায় উলে- খ আছে যে স্থানীয় মন্দির বা তারও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ একজন গৃহস্থ ভক্তকে সুপারিশ করবে। কিন্তু অন্য সব যোগ্য ভক্তদের বেলায় যেভাবে এই প্রক্রিয়টি সম্পন্ন করা হয় ঠিক সেভাবেই এই ক্ষেত্রে তা করা হবে। যদি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মনে করে যে তার দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা নেই তাহলে সেই প্রার্থীকে জানাতে হবে ইসকন আইন ও বিধিমালা মোতাবেক যোগ্যতা অর্জনের জন্য তার কি কি করা প্রয়োজন। কোন ধরণের আর্থিক সহযোগীতার দাবী বা প্রণামীর প্রতিশ্রুতি অথবা অন্য যেকোন আয়োজন যা, যা শ্রীল প্রভুপাদ

বা ইসকন আইন ও বিধিমালা দ্বারা অননুমোদিত, তা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। ইসকন আইন ও বিধিমালায় উলে- খ আছে যে সঠিক সুপারশিপত্র থাকলেও কোন ভক্তকে দীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে একজন দীক্ষাগুরুর কোন বাধ্যবশকতা নেই।

পরিশিষ্ঠ ৫

পতিত গুরু-কে ত্যাগ করা(ইসকন আইন ও বিধিমালা)

বিঃদ্রঃ শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রবন্ধের পাশাপাশি শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের রচিত(শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একজন পার্ষদ) শ্রীকৃষ্ণভজনামৃত, শ্রীল জীব গোস্বামীপাদের রচিত ভক্তিসন্দর্ভ, এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত জৈব-ধর্ম, ইত্যাদি গ্রন্থাবলীর উপর ভিত্তি করে নিচের আইন ও বিধিমালাগুলি তৈরী করা হয়েছে।

৬.৫.১.১ কখন একজন পতিত গুরুদেবকে ত্যাগ করা যেতে পারে

যদি গুরুদেবের নিজের স্বীকারোক্তি অথবা অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য সূত্র বা সাক্ষীর অকাট্য বক্তব্য বা সাক্ষ্য অনুযায়ী তা নিশ্চিত করা যায় যে দীক্ষার পরে দীক্ষাগুরু পতিত হয়েছেন তাহলে তাকে ত্যাগ করে পুনরায় কোন সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে যেকোন শিষ্যের যথেষ্ট ন্যায়সঙ্গত কারণ রয়েছে।

৬.৫.১.২ কখন একজন পতিত গুরুদেবকে ত্যাগ করতেই হবে

৬.৫.১.২.১ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ভয়ঙ্করভাবে জর্জরিত

যদি কোন গুরুদেব ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে ভয়ঙ্করভাবে জর্জরিত হয়ে পড়েন এবং তার নিজের স্বীকারোক্তি বা কোন বিশ্বস্ত সূত্রের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে তিনি প্রতিনিয়ত কৃষ্ণভাবনামৃতের বিধিনিষেধগুলিকে লঙ্ঘন করছেন এবং তার শোধরানোর আর কোন উপায়ই যদি বেঁচে না থাকে, তাহলে তাকে পরিত্যাগ করাউচিৎ এবং শিষ সেরকম অবস্থায় পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬.৫.১.২.২ আসুরিক গুণাবলী প্রদর্শন করতে শুরু করেন

যদি কোন গুরুদেব আসুরিক গুণাবলী প্রর্দশন করতে শুরু করেন এবং ইসকনের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে যান, তাহলে পরিত্যাগ করা উচিৎ এবং শিষ্য সেরকম অবস্থায় পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৬.৫.১.৩ কখন একজন পতিত গুরুকে ত্যাগ করা যাবে না

যদি কোন গুরু ইন্দ্রিতৃপ্তিসাধনে লিপ্ত হন, এবং এক বা অধিক বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করেন, কিন্তু যদি তার শোধরানোর আশা থাকে তাহলে সেই গুরুদেবকে ত্যাগ না করে তাকে শোধরানোর কিছু সময় দেওয়া উচিৎ। শিষ্যরা তখন শ্রীল প্রভুপাদ এবং জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণবদেরকে শিক্ষাগুরু হিসেবে গ্রহণ করবে।

৬.৫.১.৪ কখন একজন বরখাস্ত হওয়া গুরুদেবকে ত্যাগ করা উচিৎ

যখন একজন বরখাস্ত হওয়া গুরুদেবের কোন শিষ্য তার গুরুদেবের প্রতি প্রবলভাবে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে অথবা তার ব্যাপারে অপরাধজনক মনোভাব গড়ে তোলে এবং সেই বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে অনেক উপদেশ শোনার পরেও আর তা করতে পারে না, তখন সেই শিষ্য তার গুরুদেবের কাছ থেকে মুক্তি চেয়ে অন্য কোন দীক্ষাগুরু গ্রহণ করার জন্য অনুমতি চাইতে পারে। স্থানীয় জিবিসি প্রতিনিধির উপদেশে সেই ভক্ত তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। বরখাস্ত হওয়া গুরু যদি অনুমতি দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন তাহলে সেই শিষ্য জিবিসি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চাইতে পারে।

৬.৫.১.৫ দিকনির্দেশনার জন্য গুরু-আশ্রয়

যেসব ভক্তদের দীক্ষাগুরুদের পতন হয়েছে, তাদের উচিৎ জিবিসি অনুমোদিত প্রবন্ধ "গুরু আশ্রয়" ও "পুনরায় দীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা। এই প্রবন্ধগুলিতে একজন দীক্ষাগুরুর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করার গুরুত্ব ও শিক্ষা-গুরুর ভূমিকা সম্বন্ধে ইসকনের দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করে।

পরিশিষ্ঠ ৬

শ্রেণীকক্ষে আচরণবিধি নির্দেশিকা

পাঠ্যক্রম চলাকালীন সময়ে শিক্ষার জন্য একটি সুন্দর এবং যথোচিত পরিবেশ বজায় রাখতে ছাত্রদেরকে নিচে উলে- খিত শ্রেণীকক্ষে আচরণবিধি নির্দেশিকা মানতে রাজি হতে হবে।

১. আমরা সম্পূর্ণ পাঠ্যক্রমের সময়ে উপস্থিত থাকবো।

২. আমরা মন্ড়ব্য করতে হাত তুলবো।

৩. আমরা সব মন্ড়ব্যের সাথে একমত হই বা না হই, আমরা সেগুলোকে অবশ্যই মূল্যায়ন করবো।

৪. আশেপাশে কথোপকথনের থেকে আমরা বিরত থাকবো।

৫. পাঠ চলাকালীন সময়ে মোবাইল ফোনে কোন ধরণের কল করা বা গ্রহণ করা থেকে আমরা বিরত থাকবো।

৬. শ্রেণীকক্ষের ভেতরে ও বাইরে আমরা গোপনীয়তা রক্ষা করবো।

৭. আমরা আমাদের পদমর্যাদা থেকে আরোহন করে বল খাটানো থেকে বিরত থাকবো।

৮. কোন কারণ উলে- খ না করে যেকোন অস্বস্তিকর অনুশীলনী থেকে প্রতিটি শিক্ষার্থীদের বিরত থাকার অধিকারটি আমরা সম্মান জানাবো।

৯. আমরা সবাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সফলতার কৃতিত্ব পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করবো।

১০. আমরা কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা আচরণের মোকাবেলা করব, তবে কোন ব্যক্তিবিশেষে নয়।

১১. আমরা সবাই যে কোন উপনীত সিদ্ধান্ড়ে একমতপোষণ করবো।

ইসকন শিষ্যসমূহ পাঠ্যক্রম

পূর্ণাঙ্গ সময়সূচী শ্রীমায়াপুর ধাম ৫-৮ইফেব্রুয়ারী ২০১২

রবি ৫ই / প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা, তত্ত্ব ও বর্ণনা

সকাল১০টা -১.১৫মি

পাঠ- ১	স্বাগতম ও ভূমিকা	৭৫ মি
পাঠ- ২	গুরু-তত্ত্ব ও পরম্পরা	৯০মি

বিকাল৩.১৫মি-৬.১৫মি

পাঠ- ৩	শ্রীল প্রভুপাদ - ইসকন প্রতিষ্ঠাতা আচার্য	৭৫মি
পাঠ- ৪	ইসকন গুরুবৃন্দ	৯০মি

সোম৬ই / দ্বিতীয় অধ্যায় : গুরুদেবের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা

সকাল১০টা -১.১৫মি

পাঠ- ৫	গুরু-পদাশ্রয়	৭৫ মি
পাঠ- ৬	গুরু নির্বাচন	৯০মি

বিকাল৩.১৫মি-৬.১৫মি

পাঠ- ৭	দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞাসমূহ	৯০মি
পাঠ্যক্রম মূল্যায়নঅধ্যায় ১, ২		৭৫মি

মঙ্গল৭ই / তৃতীয় অধ্যায় : গুরু-সম্বন্ধীয় কার্য সম্পাদন করা

সকাল১০টা -১.১৫মি

পাঠ- ৮	গুরু-পূজা	৯০মি
পাঠ- ৯	গুরু-সেবা	৭৫মি

বিকাল৩.১৫মি-৬.১৫মি

পাঠ- ১০	গুরু-বপু এবং বাণী-সেবা	৯০মি
পাঠ- ১১	গুরু-ত্যাগ	৭৫মি

বুধ৮ই / চতুর্থ অধ্যায় : সহযোগীতার সহিত সম্বন্ধ পরিপূর্ণ ও দৃঢ়করণ

সকাল১০টা -১.১৫মি

পাঠ- ১২	নিজের গুরুকে উপস্থাপন করা	৭৫ মি
পাঠ- ১৩	ইসকনের আভ্যন্তরীন সম্পর্ক	৯০মি

বিকাল৩.১৫মি-৬.১৫মি

পাঠ্যক্রম মূল্যায়নঅধ্যায় ৩, ৪		৭৫মি
পাঠ- ১৪	পাঠ্যক্রম সারাংশ	৯০মি